সপ্তদশ পারা

টীকা-১. 'সূরা আম্বিয়া' মক্কী। এতে সাতটি রুকূ', একশ বারোটি আয়াত, এক হাজার একশ ছিয়াশিটি পদ এবং চার হাজার আটশ' নব্বইটি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২. অর্থাৎ কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশের সময়- ক্বিয়ামতের দিন আসন্ন হয়েছে আর লোকেরা এখনো পর্যন্ত অলসতার মধ্যে রয়েছে।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত পুনরুত্থানকে অস্বীকারকারীদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে; যারা মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হবার বিষয়কে মেনে নেয় না। রোজ ক্বিয়ামতকে বিগত যুগগুলোর অনুপাতে 'আসন্ন' ও 'নিকটবর্তী' বলা হয়েছে। কেননা, যতই দিন গত হতে যাচ্ছে ততই 'আগমনকারী দিন' নিকটবর্তী হতে যাচ্ছে।

টীকা-৩. না তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করে, না শিক্ষা অর্জন করে, না আগমনকারী সময়ের জন্য কোনরূপ প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

টীকা-৪. আল্লাহ্র স্মরণ থেকে গাফিল রয়েছে;

সূরাঃ ২১ আম্বিয়া ৫৮৯ পারাঃ ১৭

সূরা আম্বিয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা আম্বিয়া মক্কী	আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-১১২ রুকূ'-৭

রুকূ' - এক

১. মানুষের হিসাব-নিকাশ আসন্ন এবং তারা অলসতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে (২)।

২. যখন তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তাদের নিকট কোন নতুন উপদেশ আসে, তখন সেটা তারা শুনেনা, কিন্তু ক্রীড়া কৌতুকচ্ছলে (৩)।

৩. তাদের অন্তর খেলাধূলায় পড়ে রয়েছে (৪); এবং যালিমগণ পরস্পরের মধ্যে গোপনে পরামর্শ করেছে (৫), 'ইনি কে? একজন তোমাদেরই মতো মানুষ মাত্র (৬)। তোমরা কি যাদুর নিকট যাচ্ছো দেখেশুনে?'

৪. নবী বললেন, 'আমার প্রতিপালক জানেন, আসমানসমূহ ও যমীনের মধ্যে প্রত্যেক কথাই এবং তিনিই হন শ্রোতা, জ্ঞাতা (৭)।

৫. বরং তারা বললো, '(এ হচ্ছে) উদ্বেগপূর্ণ স্বপ্নসমূহ (৮); বরং তাঁরই মনগড়া (৯);

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ ۝١
مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ۝٢
لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ ۗ وَاَسَرُّوا النَّجْوَى ۗ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۗ هَلْ هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ۝٣
قٰلَ رَبِّيْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِى السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۫ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝٤
بَلْ قَالُوْٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ

মানযিল - ৪

টীকা-৫. এবং সেটার গোপনীয়তায় অতিশয়তা অবলম্বন করেছে; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের গোপন রহস্য ফাঁস করে দিয়েছেন। আর বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, তারা রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কেই একথা বলেছে-

টীকা-৬. এটা কুফরের মূলনীতি ছিলো যে, 'যখন একথা লোকদের হৃদয়ঙ্গম হয়ে যাবে যে, তিনি (দঃ) তোমাদের মতো মানুষ, তখন কেউ তাঁর উপর ঈমান আনবেনা।' হুযূর (দঃ)-এর যমানার কাফিরগণ একথা বলেছিলো এবং তা গোপন করেছিলো। কিন্তু আজকালকার কিছু সংখ্যক খোদাভীতিশূন্য লোক প্রকাশ্যভাবে একথা বলে বেড়ায় এবং লজ্জাবোধও করেনা। কাফিরগণ উক্ত কথাটা বলার সময় একথাও জানতো যে, তাদের ঐ কথাটা কারো হৃদয়ঙ্গম হবেনা। কেননা, লোকেরা রাতদিন মু'জিযা দেখছে। তারা কিভাবে একথা বিশ্বাস করতে পারবে যে, হুযূর (দঃ) আমাদের মতো মানুষ? এ কারণে, তারা মু'জিযাকে 'যাদু' বলেছে এবং বলেছে-

টীকা-৭. তাঁর নিকট কোন কিছু গোপন থাকতে পারেনা, যতই আড়ালে ও রহস্যের মধ্যে রাখা হোক না কেন; তাদের সেই গোপন রহস্যও এর মধ্যে ফাঁস করে দিয়েছেন। এরপর থেকে ক্বোরআন করীমের কারণে তারা অতীব চিন্তাগ্রস্ত ও হতবুদ্ধি ছিলো যে, কিভাবে সেটাকে অস্বীকার করবে! তাতো এমনই সুস্পষ্ট মু'জিযা, যা সমস্ত দেশের গৌরবময় দক্ষ ব্যক্তিদেরকেও অক্ষম এবং হতবাক করে দিয়েছে। আর তারা সেটার দু'চারটা আয়াতের মতো উক্তিও রচনা করে উপস্থিত করতে পারেনি। এই দুঃখে তারা ক্বোরআন সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকারের মন্তব্য করেছিলো, যেগুলোর বিবরণ পরবর্তী আয়াতে রয়েছে।

টীকা-৮. 'সেগুলোকেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র ওহী মনে করেছেন।' কাফিরগণ এ কথাটা বলে চিন্তা করলো যে, (তাদের) এ কথাটাতো বাস্তবধর্মী হতে পারেনা। সুতরাং সেটা ত্যাগ করে এখন বলতে আরম্ভ করেছে-

টীকা-৯. এ কথা বলার পর তাদের ধারণা হলো যে, লোকেরা এ কথা বলবে, "যদি এ 'কালাম' (বাণী) হযরতের রচিত হয়ে থাকে আর তোমরা তাঁকে তোমাদের মতো মানুষ বলে থাকো, তবে তোমরা এমন 'কালাম' কেন রচনা করতে পারছোনা?' এ কথা ভেবে তারা এ মন্তব্যটাকেও বর্জন করলো। আর বলতে লাগলো-

টীকা-১০. এবং এ কালাম হচ্ছে কবিতাই। এ ধরণের উক্তি তারা উদ্ভাবনই করতে থাকে। কোন একটা কথার উপর স্থির থাকতে পারলো না। বস্তুতঃ বাতিল ও মিথ্যুকদের এমনই অবস্থা হয়। এখন তারা বুঝতে পারলো যে, এসব কথার মধ্যে কোনটাই কার্যকর নয়, তখন বলতে লাগলো–

টীকা-১১. এর খণ্ডন ও জবাবে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলছেন–

টীকা-১২. অর্থ এই যে, তাদের পূর্বে লোকদের নিকট যেসব নিদর্শন এসেছে তারা তো সেগুলোর উপর ঈমান আনেনি; বরং সেগুলোকে অস্বীকার করতে আরম্ভ করেছে এবং এ কারণেই তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে; সুতরাং এ সব লোক কি নিদর্শন দেখে ঈমান আনবে? অথচ এদের গোঁড়ামী তাদের চেয়েও বৃদ্ধি পেয়েছে।

بَلِ افْتَرٰىهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ۚ فَلْيَأْتِنَا بِاٰيَةٍ كَمَآ اُرْسِلَ الْاَوَّلُوْنَ ۝٥

বরং তিনি একজন কবি (১০)। সুতরাং আমাদের নিকট কোন নিদর্শন নিয়ে আসুক যেমন পূর্ববর্তীগণ প্রেরিত হয়েছিলেন (১১)।'

مَآ اٰمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا ۚ اَفَهُمْ يُؤْمِنُوْنَ ۝٦

৬. তাদের পূর্বে কোন জনপদ ঈমান আনেনি, যাকে আমি ধ্বংস করেছি; তবে কি এরা ঈমান আনবে (১২)?

وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝٧

৭. এবং আমি আপনার পূর্বে প্রেরণ করিনি, কিন্তু পুরুষগণকে, যাদেরকে আমি ওহী করতাম (১৩); সুতরাং হে লোকেরা! জ্ঞানবানদেরকে জিজ্ঞাসা করো যদি তোমাদের জ্ঞান না থাকে (১৪)।

وَمَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا لَّا يَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوْا خٰلِدِيْنَ ۝٨

৮. এবং আমি তাদেরকে (১৫) এমন নিছক দেহ তৈরী করিনি যে, খাদ্য আহার করবে না (১৬) এবং না তারা দুনিয়ার মধ্যে সর্বদা থাকবে।

ثُمَّ صَدَقْنٰهُمُ الْوَعْدَ فَاَنْجَيْنٰهُمْ وَمَنْ نَّشَآءُ وَاَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِيْنَ ۝٩

৯. অতঃপর আমি তাদেরকে আমার প্রতিশ্রুতিকে সত্য করে দেখিয়েছি (১৭), অতঃপর তাদেরকে উদ্ধার করেছি এবং তাদেরকেও, যাদেরকে ইচ্ছা করছি (১৮) আর সীমা লংঘনকারীদেরকে (১৯) ধ্বংস করে দিয়েছি।

لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ ۖ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝١٠ ع

১০. নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি (২০) একটা কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমাদের খ্যাতির উল্লেখ রয়েছে (২১), তবে কি তোমাদের বিবেক নেই (২২)?

টীকা-১৩. এটা তাদের পূর্ববর্তী উক্তির খণ্ডন– এভাবে যে, নবীগণ মানব-আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করা নবূয়তের পরিপন্থী নয়। সর্বদা এমনিই হয়ে এসেছে।

টীকা-১৪. কেননা, যারা অনবগত তাদের জন্য জ্ঞানী লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ই নেই। আর অজ্ঞতার রোগের চিকিৎসাই হচ্ছে– জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করা এবং তাঁদের নির্দেশ মোতাবেক কাজ করা।

মাস্আলাঃ এ আয়াত দ্বারা 'তাক্বলীদ' (মযহাবের কোন ইমামের অনুসরণ করা) 'ওয়াজিব হওয়া' প্রমাণিত হয়। এখানে ঐ জ্ঞানবানদেরকে জিজ্ঞাসা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করো– আল্লাহ্র রসূল মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করতেন কিনা। এতে তোমাদের সন্দেহ দূরীভূত হয়ে যাবে।

টীকা-১৫. অর্থাৎ নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম)কে,

টীকা-১৬. সুতরাং তাঁদের পানাহার করার উপর আপত্তি উত্থাপন করা এবং একথা বলা যে, مَا لِهٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ (অর্থাৎঃ কি হলো এ রসূলের? তিনি তো খাদ্য আহার করছেন!) নিছক ভিত্তিহীন। সমস্ত নবীর এই বৈশিষ্ট্য ছিলো। তাঁরা সবাই আহারও করতেন, পানও করতেন।

টীকা-১৭. তাঁদের শত্রুদেরকে ধ্বংস করার এবং তাঁদেরকে উদ্ধার করার,

টীকা-১৮. অর্থাৎ ঈমানদারগণকে, যাঁরা নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম)কে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন।

টীকা-১৯. যারা নবীগণকে অস্বীকার করতো

টীকা-২০. হে ক্বোরাঈশ গোত্রীয়রা!

টীকা-২১. ' যদি তোমরা সেটা অনুসারে আমল করো!' অথবা এই অর্থ যে, 'ঐ কিতাব তোমাদের ভাষায়ই' অথবা এই অর্থ যে, 'তাতে তোমাদের জন্য উপদেশ রয়েছে।' অথবা এ যে, 'তাতে তোমাদের ধর্মীয় ও পার্থিব বিষয়াদি এবং প্রয়োজনসমূহের বিবরণ রয়েছে।'

টীকা-২২. যে, ঈমান এনে ঐ মান-সম্মান ও সৌভাগ্য অর্জন করবে?

টীকা-২৩. অর্থাৎ কাফির ছিলো;

টীকা-২৪. অর্থাৎ সেসব যালিম,

টীকা-২৫. শানে নুযূলঃ তাফসীরকারকগণ উল্লেখ করেছেন যে, ইয়েমেন-ভূমিতে একটা বস্তি আছে, যেটার নাম 'হাসূর'। সেখানকার অধিবাসীগণ আরব ছিলো। তারা তাদের নবীকে অস্বীকার করলো এবং শহীদ করলো। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের বিরুদ্ধে বোখ্‌তে নসরক বাদ্‌শাহ্‌কে বিজয়ী করলেন। সে তাদেরকে হত্যা করলো এবং বন্দী করলো। তার এ হত্যাযজ্ঞ অব্যাহত রইলো। এসব লোক বস্তি ছেড়ে পলায়ন করলো। তখন ফিরিশ্‌তাগণ তাদেরকে বিদ্রূপ করে বললেন, যা পরবর্তী আয়াতে রয়েছে-

রুকূ' - দুই

১১. এবং কত জনপদই আমি ধ্বংস করেছি, যারা অত্যাচারী ছিলো (২৩); এবং তাদের পর অপর সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি।

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَّأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ⑪

১২. অতঃপর যখন তারা (২৪) আমার শাস্তি পেলো, তখনই তারা তা থেকে পলায়ন করতে লাগলো (২৫)।

فَلَمَّآ اَحَسُّوْا بَأْسَنَآ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَرْكُضُوْنَ ⑫

১৩. 'পলায়ন করোনা এবং ফিরে যাও সেসব ভোগ-বিলাসের দিকে, যা তোমাদেরকে প্রদান করা হয়েছিলো এবং তোমাদের বাসগৃহসমূহের দিকে, হয়ত তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে (২৬)।'

لَا تَرْكُضُوْا وَارْجِعُوْٓا اِلٰى مَآ اُتْرِفْتُمْ فِيْهِ وَمَسٰكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْـَٔلُوْنَ ⑬

১৪. তারা বললো, 'হায় দুর্ভোগ আমাদের! নিশ্চয় আমরা অত্যাচারী ছিলাম (২৭)।'

قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ⑭

১৫. সুতরাং তারা এ আর্তনাদই করতে থাকলো, যতক্ষণ না আমি তাদেরকে করেছি কর্তিত (২৮), নির্বাপিত।

فَمَا زَالَتْ تِّلْكَ دَعْوٰىهُمْ حَتّٰى جَعَلْنٰهُمْ حَصِيْدًا خٰمِدِيْنَ ⑮

১৬. এবং আমি আসমান ও যমীন এবং যা কিছু সেগুলোর মধ্যখানে রয়েছে, অনর্থক সৃষ্টি করিনি (২৯)।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ⑯

১৭. যদি আমি কোন ক্রীড়া-উপকরণ অবলম্বন করতে চাইতাম (৩০), তবে আমার নিকট থেকেই অবলম্বন করতাম; যদি আমার করতেই হতো (৩১)।

لَوْ اَرَدْنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّآ ۖ اِنْ كُنَّا فٰعِلِيْنَ ⑰

১৮. বরং আমি সত্যকে মিথ্যার উপর ছুঁড়ে মারি; ফলে, তা সেটার মস্তিষ্ক বের করে দেয়, অতঃপর তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় (৩২) এবং তোমাদের দুর্ভোগ (৩৩) সেসব উক্তির কারণে যেগুলো তোমরা রচনা করছো (৩৪)।

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهٗ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُوْنَ ⑱

১৯. এবং তাঁরই জন্য, যত কিছু আসমানসমূহ এবং যমীনে রয়েছে (৩৫)

وَلَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ

টীকা-২৬. যে, তোমাদের কি ভোগান্তি হয়েছে এবং তোমাদের ধন-সম্পদের কি হলো? তখন তোমরা জিজ্ঞাসাকারীদেরকে স্বীয় জ্ঞান ও চাক্ষুস অভিজ্ঞতা থেকে জবাব দিতে পারবে।

টীকা-২৭. আযাব দেখার পর তারা গুনাহ্‌র কথা স্বীকার করেছে এবং লজ্জিত হয়েছে। এ কারণে, এ আপত্তি তাদের কাজে আসেনি।

টীকা-২৮. ক্ষেতের মতো যে, তাদেরকে তরবারি দ্বারা টুক্‌রো টুক্‌রো করা হয়েছে এবং নির্বাপিত আগুনের মতো হয়ে গেছে।

টীকা-২৯. যে, সেগুলো দ্বারা কোন উপকার হবেনা, বরং সেগুলোতে আমার বহু হিকমত রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আমার বান্দাগণ সেগুলো দ্বারা আমার কুদ্‌রত ও হিকমত (প্রজ্ঞা)-এর পক্ষে প্রমাণ গ্রহণ করবে এবং তারা আমার গুণাবলী ও পরিপূর্ণতার পরিচিতি লাভ করবে।

টীকা-৩০. স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির ন্যায়; যেমন খৃষ্টানরা বলে থাকে এবং আমার জন্য স্ত্রী ও কন্যার কথা বলে। যদি তা আমার জন্য সম্ভবপর হতো।

টীকা-৩১. কেননা, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির অধিকারীরা স্ত্রী ও সন্তানদেরকে নিজের কাছেই রাখে। কিন্তু আমি তা থেকে পবিত্র; আমার জন্য এটা সম্ভবই নয়।

টীকা-৩২. অর্থ এ যে, আমি ভ্রান্ত লোকদের মিথ্যাকে সত্যের বিশদ বর্ণনা দ্বারা নিশ্চিহ্ন করে দিই।

টীকা-৩৩. হে অকর্মা অযোগ্য কাফিররা!

টীকা-৩৪. আল্লাহ্‌র শানে যে, তাঁর জন্য স্ত্রী ও সন্তান স্থির করছো।

টীকা-৩৫. তিনি সবকিছুরই মালিক। আর সবই তাঁর মালিকানাধীন। সুতরাং কেউই তাঁর সন্তান কিভাবে হতে পারে? মামলূক হওয়া ও সন্তান হওয়া পরস্পর বিপরীত।

টীকা-৩৬. তাঁর নৈকট্য প্রাপ্তগণ, যাঁদের তাঁরই কৃপায়, তাঁর সান্নিধ্যে নৈকট্য ও মর্যাদা অর্জিত হয়েছে।

টীকা-৩৭. সর্বদা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনায় মগ্ন থাকেন। হযরত কা'আব-ই-আহ্বার বলেছেন যে, ফিরিশ্‌তাদের জন্য তাস্‌বীহ্ (আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা) তেমনই, যেমন মানব-সন্তানদের জন্য শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করা।

টীকা-৩৮. অর্থাৎ যমীনের মূল্যবান উপাদান থেকে; যেমন সোনা, রূপা ও মূল্যবান পাথর ইত্যাদি,

টীকা-৩৯. এমন তো নয়, এবং না এটা হতে পারে যে, যা নিজে প্রাণহীন হয়, সেটা অপরকে প্রাণ দিতে পারবে। সুতরাং সেটাকে উপাস্য সাব্যস্ত করা ও 'ইলাহ্' স্থির করা কতই সুস্পষ্ট ভ্রান্তি? 'ইলাহ্ হচ্ছেন তিনিই, যিনি প্রত্যেক সম্ভাব্য বস্তুর (ممكن) উপর ক্ষমতাবান। যে শক্তিহীন সে আবার 'ইলাহ্' কিভাবে হতে পারে?

টীকা-৪০. আস্‌মান ও যমীন

টীকা-৪১. কেননা, যদি 'খোদা' শব্দ দ্বারা ঐ 'খোদা' বুঝানো হয় যাদের খোদা হওয়ায় মূর্তি পূজারীরা বিশ্বাসী, তবে বিশ্ব-জগতের বিপর্যয় আবশ্যকীয় (অনিবার্য) হওয়াই সুস্পষ্ট। কেননা, সেগুলো তো জড় পদার্থ; বিশ্বের ব্যবস্থাপনার মোটেই ক্ষমতা রাখেনা। আর যদি ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত বলে ধরে নেয়া হয়, তবুও বিপর্যয় আবশ্যকীয় হওয়া নিশ্চিত। কেননা, যদি দু'খোদা কল্পনা করা হয় তবে দু'টি অবস্থার একটি অনিবার্য হয়– হয়ত উভয়ে (কোন বিষয়ে) একমত হবে, অথবা উভয়ের মধ্যে মতানৈক্য হবে। যদি একটা বিষয়ে উভয়ে একমত হয়, তবে এটাই অনিবার্য হবে যে, একটা বস্তু দু'খোদারই ক্ষমতার প্রভাবাধীন হবে এবং তা উভয়ের শক্তি দ্বারা অস্তিত্ব লাভ করবে। এটা অসম্ভব। আর যদি উভয়ের মধ্যে মতানৈক্য হয় তবে একটা বস্তু সম্পর্কে উভয়ের ইচ্ছা হয়তো একই সাথে কার্যকর হবে এবং একই সময় অস্তিত্বময় ও অস্তিত্বহীন উভয়টাই হয়ে যাবে। অথবা উভয়ের ইচ্ছা কার্যকর হবে না। আর তখন বস্তুটা না অস্তিত্বে আসবে, না অস্তিত্বহীন হবে। অথবা একের ইচ্ছা কার্যকর হবে, অপরের হবেনা। এ সবক'টি অবস্থাই অসম্ভব। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, কল্পিত প্রত্যেক দিকের বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী।

'তাওহীদ' বা আল্লাহ্‌র একত্ববাদের পক্ষে এটা অতি জোরালো ও সন্দেহাতীত প্রমাণ। আর এর ব্যাপক ব্যাখ্যা বিশদভাবে 'ইলমে কালাম' বা ক্বোরআন ও সুন্নাহ্ ভিত্তিক তর্ক শাস্ত্রের ইমামদের কিতাবাদির মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে এতটুকুই উল্লেখ করা হলো। (তাফসীর-ই-কবীর ইত্যাদি)

এবং তাঁর নিকটবর্তীগণ (৩৬) তাঁর ইবাদত থেকে অহংকার বশতঃ বিমুখ হয় না এবং না ক্লান্ত হয়।

وَمَنْ عِنْدَهٗ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ ﴿١٩﴾

২০. দিনরাত তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং আলস্য করেনা (৩৭)।

يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ ﴿٢٠﴾

২১. তারা কি মাটি থেকে কিছু সংখ্যক এমন খোদা তৈরী করেছে (৩৮), যেগুলো কিছু সৃষ্টিও করে (৩৯)?

اَمِ اتَّخَذُوْٓا اٰلِهَةً مِّنَ الْاَرْضِ هُمْ يُنْشِرُوْنَ ﴿٢١﴾

২২. যদি আসমান ও যমীনের মধ্যে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন খোদা থাকতো, তবে অবশ্যই সেগুলো (৪০) ধ্বংস হয়ে যেতো (৪১); সুতরাং পবিত্রতা আল্লাহ্‌– আরশাধিপতির, সে সব উক্তি থেকে যেগুলো এরা রচনা করছে (৪২)।

لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٢٢﴾

২৩. তাঁকে প্রশ্ন করা যায় না যা তিনি করেন (৪৩) এবং তাদের সবাইকে প্রশ্ন করা হবে (৪৪)।

لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৪. তারা কি আল্লাহ্ ব্যতীত আরো খোদা বানিয়ে রেখেছে? আপনি বলুন (৪৫), 'নিজেদের প্রমাণ উপস্থিত করো (৪৬)। এ ক্বোরআন

اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ هٰذَا ذِكْرُ مَنْ

টীকা-৪২. যে, তাঁর জন্য সন্তান-সন্ততি ও অংশীদার স্থির করতো।

টীকা-৪৩. কেননা, তিনিই প্রকৃত মালিক। তিনি যা ইচ্ছা তা করেন– যাকে চান সম্মানিত করেন, যাকে চান অপমানিত করেন, যাকে চান সৌভাগ্য দান করেন, যাকে ইচ্ছা হতভাগা করেন। তিনিই সব কিছুর নির্দেশদাতা। তাঁকে কেউ নির্দেশ দেয়ার নেই যে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পারে।

টীকা-৪৪. কেননা, সবাই তাঁর বান্দা ও মালিকানাধীন। সবার উপর তাঁর আনুগত্য করা ও নির্দেশ মানা করা অপরিহার্য। এ থেকে তাওহীদের আরেক প্রমাণ পাওয়া যায়– যখন সবাই মামলূক, তখন তন্মধ্যে কেউ আবার খোদা কিভাবে হতে পারে? এরপর প্রশ্নসূত্রে ধিক্কার স্বরূপ এরশাদ করেন–

টীকা-৪৫, হে হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)! মুশরিকদেরকে যে, তোমরা তোমাদের এ বাতিল দাবীর পক্ষে–

টীকা-৪৬. এবং প্রমাণ স্থির করো– চাই যুক্তিভিত্তিক হোক কিংবা ক্বোরআন সুন্নাহ্-ভিত্তিক হোক। কিন্তু না কোন যুক্তিগত প্রমাণ হাযির করতে পারছো, যেমন– উল্লেখিত সন্দেহাতীত প্রমাণাদি থেকে স্পষ্ট হয়েছে এবং না কোন ক্বোরআন-সুন্নাহ্ ভিত্তিক প্রমাণ পেশ করতে পারছো। কেননা, সমস্ত আসমানী কিতাবে আল্লাহ্ তা'আলার তাওহীদের বিবরণ রয়েছে এবং সবটিতেই শির্ককে বাতিল করা হয়েছে।

টীকা-৪৭. 'সঙ্গে যারা রয়েছে' তারা হলেন- 'তাঁর উম্মতগণ'। ক্বোরআন করীমে এর উল্লেখ রয়েছে যে, আনুগত্যের জন্য সে কি পুরস্কার লাভ করবে এবং নির্দেশ অমান্য করার ফলে কি শাস্তি দেয়া হবে।

টীকা-৪৮. অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতদের এবং এরই যে, তাদের সাথে দুনিয়ার মধ্যে কি আচরণ করা হয়েছে এবং পরকালে কি আচরণ করা হবে।

مَّعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِيْ ۗ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۙ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٢٤﴾

আমার সাথে যারা আছে তাদেরই স্মরণ (৪৭) এবং আমার পূর্ববর্তীদের আলোচনা (৪৮); বরং তাদের মধ্যে অধিকাংশই সত্যকে জানেনা, ফলে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় (৪৯)।

وَمَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْۤ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ ﴿٢٥﴾

২৫. এবং আমি আপনার পূর্বে কোন রসূল প্রেরণ করিনি, কিন্তু এ যে, আমি তার প্রতি এ মর্মে ওহী প্রেরণ করি যে, 'আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই, সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত করো।'

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৬. এবং তারা বললো, 'পরম দয়াময় পুত্র সন্তান গ্রহণ করেছেন (৫০)।' পবিত্র তিনিই (৫১); বরং তারা হচ্ছে সম্মানিত বান্দা (৫২)।

لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৭. তারা আগে বেড়ে কথা বলেনা এবং তারা তাঁরই আদেশ অনুসারেই কাজ করে।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُوْنَ ۙ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৮. তিনি জানেন যা তাদের সম্মুখে রয়েছে এবং যা তাদের পেছনে রয়েছে (৫৩), আর তারা সুপারিশ করেনা, কিন্তু তারই পক্ষে, যাকে তিনি পছন্দ করেন (৫৪) এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত।

وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّيْۤ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٩﴾

২৯. এবং তাদের মধ্যে যে কেউ বলে, 'আমি আল্লাহ্ ব্যতীত উপাস্য হই (৫৫);' তবে তাকে আমি জাহান্নামের শাস্তি দেবো। আমি এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি যালিমদেরকে।

রুকূ' - তিন

اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ؕ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ؕ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩০. কাফিররা কি এ কথা ভাবেনি যে, আসমান ও যমীন বন্ধ ছিলো, অতঃপর আমি সেগুলোকে খুলেছি (৫৬) এবং আমি প্রত্যেক জীবনবিশিষ্ট বস্তুকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছি (৫৭)। তবে কি তারা ঈমান আনবে?

وَجَعَلْنَا فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ ۪ وَجَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿٣١﴾

৩১. এবং যমীনে আমি নোঙ্গর ফেলেছি (৫৮), যাতে সেগুলো নিয়ে প্রকম্পিত না হয় এবং আমি তাতে বহু প্রশস্ত পথ রেখেছি, যাতে তারা সঠিক পথ পায় (৫৯)।

টীকা-৪৯. এবং গভীরভাবে একথা চিন্তা-ভাবনা করেনা যে, 'তাওহীদের' উপর ঈমান আনা তাদের জন্য অপরিহার্য।

টীকা-৫০. **শানে নুযূলঃ** এ আয়াত 'খাযা'আহ্' গোত্রীয়দের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা ফিরিশ্তাদেরকে খোদার কন্যা বলছিলো।

টীকা-৫১. তাঁর মহান সত্তা এ থেকে পবিত্র যে, তাঁর সন্তান হবে।

টীকা-৫২. অর্থাৎ ফিরিশ্তাগণ তাঁর মনোনীত ও সম্মানিত বান্দা।

টীকা-৫৩. অর্থাৎ যা কিছু তারা করেছে এবং যা কিছু তারা ভবিষ্যতে করবে।

টীকা-৫৪. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা বলেন- অর্থাৎ যারা 'তাওহীদ'-কে স্বীকার করে।

টীকা-৫৫. এ কথার বক্তা হচ্ছে ইবলীস। যে নিজের উপাসনারই প্রতি আহবান করে। ফিরিশ্তাদের মধ্যে অন্য কেউ এমন নেই, যে এমন কথা বলে।

টীকা-৫৬. 'বন্ধ হওয়া' হয়ত এ যে, একটা অপরটার সাথে ওৎপ্রোতভাবে মিশে ছিলো। অতঃপর সেগুলোকে পৃথক করে খুলেছেন। অথবা অর্থ এ যে, আসমান বন্ধ ছিলো এ অর্থে যে, তা থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হতো না। আর 'যমীন বন্ধ ছিলো' এ অর্থে যে, তা থেকে উদ্ভিদ জন্মাতোনা। সুতরাং আসমান খোলার অর্থ এ যে, তা থেকে বৃষ্টি হতে আরম্ভ করলো। আর যমীনকে খুলে দেয়ার অর্থ এ যে, তা থেকে শাক-সব্জি ইত্যাদি জন্মাতে লাগলো।

টীকা-৫৭. অর্থাৎ পানিকে প্রাণবানদের জীবনের উপায়-উপকরণ করেছেন। কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন, অর্থ এ যে, প্রত্যেক প্রাণী পানি থেকে সৃষ্ট। কিছু সংখ্যক তাফসীরকারক বলেছেন, তা দ্বারা 'বীর্য' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৫৮. দৃঢ় পর্বতসমূহের,

টীকা-৫৯. আপন আপন সফরসমূহে এবং যেসব স্থানের ইচ্ছা করে সেস্থান পর্যন্ত পৌছতে পারে।

টীকা-৬০. ঢলে পড়া থেকে

টীকা-৬১. অর্থাৎ কাফিরগণ,

টীকা-৬২. অর্থাৎ আসমানী সৃষ্টিসমূহ– সূর্য, চন্দ্র, তারকা এবং আপন আপন কক্ষপথে সেগুলোর নড়াচড়ার অবস্থা এবং নিজ নিজ উদয়স্থল থেকে সেগুলোর উদয়াস্ত ও সেগুলোর বিস্ময়কর অবস্থাদি, যেগুলো বিশ্বস্রষ্টার অস্তিত্ব ও তাঁর একত্ব এবং তাঁর পরিপূর্ণ ক্ষমতা ও নির্ভুল বাস্তব কর্মকৌশলের উপর প্রমাণ বহন করে। কাফিরগণ এসব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়; এবং সেসব প্রমাণ থেকে উপকার গ্রহণ করেনা।

টীকা-৬৩. অন্ধকার, যাতে তারা আরাম করে

টীকা-৬৪. আলোকিত, যাতে তারা জীবিকা ইত্যাদি উপার্জনের কাজ সমাধা করে

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿٣٢﴾

৩২. এবং আমি আসমানকে ছাদ করেছি, সুরক্ষিত (৬০) এবং তারা (৬১) তাঁর নিদর্শনসমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে আছে (৬২)।

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٣٣﴾

৩৩. এবং তিনিই হন, যিনি সৃষ্টি করেছেন রাত (৬৩) ও দিন (৬৪) এবং সূর্য ও চন্দ্র; প্রত্যেকটি একেকটি কক্ষপথে বিচরণ করছে (৬৫)।

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۖ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ ﴿٣٤﴾

৩৪. এবং আমি তোমাদের পূর্বে কোন মানুষের জন্য পৃথিবীতে অনন্ত-জীবন সৃষ্টি করিনি (৬৬)। সুতরাং যদি আপনি ইন্তিকাল করেন তবে এরা কি চিরজীবী হয়ে থাকবে (৬৭)?

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾

৩৫. প্রত্যেক প্রাণকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে এবং আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করি মন্দ ও ভাল দ্বারা (৬৮) পরখ করার জন্য (৬৯) এবং আমারই প্রতি তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে (৭০)।

وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٣٦﴾

৩৬. এবং যখন কাফিরগণ আপনাকে দেখে তখন আপনাকে সাব্যস্ত করেনা, কিন্তু ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্ররূপে (৭১)। 'ইনিই কি ঐ ব্যক্তি, যিনি তোমাদের উপাস্যগুলোকে মন্দ বলে?' এবং তারা (৭২) পরম দয়াময়েরই স্মরণকে অস্বীকার করে (৭৩)।

خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ ۚ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿٣٧﴾

৩৭. মানুষকে ত্বরাপ্রবণ করে সৃষ্টি করা হয়েছে। এখন আমি তোমাদেরকে আপন নিদর্শনসমূহ দেখাবো; সুতরাং তোমরা আমার নিকট থেকে তাড়াতাড়ি চেওনা (৭৪)।

টীকা-৬৫. যেমনিভাবে সাঁতারু পানিতে

টীকা-৬৬. শানে নুযূলঃ রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের শত্রুগণ তাদের ভ্রান্তি ও ঔদ্ধত্য বশতঃ বলতো যে, 'আমরা কালচক্রের প্রতীক্ষা করছি, অবিলম্বে এমন সময় আসবে যে, হযরত বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের ওফাত হয়ে যাবে।' এর উত্তরে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর এরশাদ করা হয়েছে যে, রসূল (দঃ)-এর শত্রুদের জন্য এটা কোন খুশীর কথা নয়। আমি দুনিয়ার মধ্যে কোন মানুষের জন্য চিরস্থায়িত্ব রাখিনি।

টীকা-৬৭. এবং তারা কি মৃত্যুর কঠিন ছোবল থেকে রেহাই পেয়ে যাবে? যখন এমন নয়, তখন আনন্দিত কোন্ কথার উপর হচ্ছে? বাস্তব ব্যাপার এ যে,

টীকা-৬৮. অর্থাৎ আরাম ও কষ্ট, সুস্থতা ও অসুস্থতা, স্বাচ্ছন্দ্য ও দারিদ্র, লাভ ও ক্ষতি দ্বারা

টীকা-৬৯. যাতে প্রকাশ পেয়ে যায় যে, ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মধ্যে তোমরা কোন্ স্তরে রয়েছো

টীকা-৭০. আমি তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল প্রদান করবো।

টীকা-৭১. শানে নুযূলঃ এ আয়াত আবূ জাহ্লের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন। সে তাঁকে দেখে হেসে উঠলো এবং বলতে লাগলো, "ইনি আব্দে মান্নাফের বংশধরদের নবী!' এবং পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো–

টীকা-৭২. কাফিরগণ

টীকা-৭৩. বলে, "আমরা পরম দয়াময়কে জানিই না।" এমনি অজ্ঞতা ও ভ্রান্তিতে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও আপনার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে। আর দেখছেনা যে, হাসি-ঠাট্টার উপযোগী তাদের নিজেদের অবস্থাই।

টীকা-৭৪. শানে নুযূলঃ এ আয়াত নাযার ইবনে হারিসের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যে বলতো, "শীঘ্রই শাস্তি অবতীর্ণ করান!" এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, "এখন আমি তোমাদেরকে আমার নিদর্শনসমূহ দেখাবো; অর্থাৎ শাস্তির যেই প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে সেগুলোর সময় এসে গেছে।" সুতরাং বদর-দিবসে সেই দৃশ্য তাদের চোখের সামনেই এসেছে।

টীকা-৭৫. শাস্তির অথবা ক্বিয়ামতের। এটা তাদের ত্বরান্বিত করারই বিবরণ।

টীকা-৭৬. দোযখের

টীকা-৭৭. তারা যদি এটা জানতো, তবে কুফরের উপর অটল থাকতো না এবং শাস্তি চাওয়ার ব্যাপারেও তাড়াহুড়া করতো না।

৩৮. এবং বলে, 'কখন পূর্ণ হবে এ প্রতিশ্রুতি (৭৫) যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾

৩৯. যদি কোনমতে জানতো কাফিরগণ ঐ সময়ের কথা, যখন না প্রতিহত করতে পারবে আপন মুখমণ্ডল থেকে আগুনকে (৭৬) এবং না নিজেদের পৃষ্ঠগুলো থেকে এবং না তাদেরকে সাহায্য করা হবে (৭৭)!

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٣٩﴾

৪০. বরং তা তাদের উপর হঠাৎ করে এসে পড়বে (৭৮), তখন তা তাদেরকে হতভম্ব করে ছাড়বে; অতঃপর না তারা সেটা রোধ করতে পারবে এবং না তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবে (৭৯)।

بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٤٠﴾

৪১. এবং নিশ্চয় আপনার পূর্ববর্তী রসূলগণের প্রতি বিদ্রূপ করা হয়েছে (৮০), তখন ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ তাদেরকেই পরিবেষ্টন করে বসেছে (৮১)।

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٤١﴾

রুকূ' – চার

৪২. আপনি বলুন, 'রাত ও দিনে তোমাদেরকে কে রক্ষা করছে 'পরম দয়াময়' থেকে (৮২)? বরং তারা আপন প্রতিপালকের স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে আছে (৮৩)।

قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ ۗ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ ﴿٤٢﴾

৪৩. তাদের কি এমন কিছু সংখ্যক খোদা রয়েছে (৮৪), যারা তাদেরকে আমার (পাকড়াও) থেকে রক্ষা করে (৮৫)? সেগুলো নিজেরা নিজেদেরকেও রক্ষা করতে পারেনা (৮৬) এবং না আমার নিকট থেকে তাদেরকে কোন সাহায্য করা হবে।

أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا ۚ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪. বরং আমি তাদেরকে (৮৭) এবং তাদের বাপ-দাদাকে ভোগ-সম্ভার প্রদান করেছি (৮৮), এমন কি তাদের আয়ুষ্কালও দীর্ঘ হয়েছে (৮৯), তবে কি তারা দেখতে পাচ্ছেনা যে, আমি (৯০) যমীনকে সেটার প্রান্তগুলো থেকে সঙ্কুচিত করে আনছি (৯১)? তবে কি এরা বিজয়ী হবে (৯২)।'

بَلْ مَتَّعْنَا هَٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۗ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٤٤﴾

টীকা-৭৮. ক্বিয়ামত

টীকা-৭৯. তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করলো।

টীকা-৮০. হে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম!

টীকা-৮১. এবং তারা নিজেদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের অশুভ পরিণাম ও শাস্তিতে গ্রেফতার হলো। এ'তে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি এ সান্তনা দেয়া হয়েছে যে, আপনার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীদের জন্যও এই অশুভ পরিণতি রয়েছে।

টীকা-৮২. অর্থাৎ তাঁর শাস্তি থেকে।

টীকা-৮৩. যখন এমনি হয়, তখন তাদের মনে আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয় কিভাবে আসবে? এবং তারা তাদের রক্ষাকারীদেরকেও চিনবে কি করে?

টীকা-৮৪. আমি ব্যতীত, তাদের ধারণায়

টীকা-৮৫. এবং আমার শাস্তি থেকে রক্ষা করে? এমন তো নয়। তারা যদি তাদের প্রতিমাগুলো সম্পর্কে এমন বিশ্বাস রাখে, তবে তাদের অবস্থা এ যে,

টীকা-৮৬. নিজেদের উপাসনাকারী-দেরকে কিভাবে রক্ষা করবে?

টীকা-৮৭. অর্থাৎ কাফিরদেরকে

টীকা-৮৮. এবং দুনিয়ার মধ্যে তাদেরকে অনুগ্রহ ও অবকাশ দিয়েছেন।

টীকা-৮৯. এবং তারা তাতে আরো অধিক অহংকারী হয়েছে এবং তারা ধারণা করেছে যে, তারা সর্বদা এমনই থাকবে,

টীকা-৯০. কাফিরদের ভূমির

টীকা-৯১. দিন দিন মুসলমানদেরকে সেটার উপর বিজয় দিচ্ছি এবং একের পর অপর শহর বিজিত হয়ে চলে আসছে; ইসলামের পরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছে। পক্ষান্তরে, কাফিরদের ভূমি ক্রমশঃ কমে আসছে এবং মক্কা মুকার্‌রামার চতুর্পাশের উপর মুসলমানদের আধিপত্য বিস্তৃত হতে যাচ্ছে। মুশরিকগণ, যারা শাস্তি কামনা করায় ত্বরা করছে তারা কি এটা দেখতে পাচ্ছে না এবং শিক্ষা অর্জন করছে না?

টীকা-৯২. যাদের আয়ত্ব ও নিয়ন্ত্রণ থেকে ভূমি মুহূর্তে মুহূর্তে বের হয়ে যাচ্ছে। অথবা রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ, যাঁরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহক্রমে, বিজয়ের পর বিজয় লাভ করে চলেছেন এবং তাঁদের অধিকৃত ভূমির পরিমাণ দিন দিন বেড়েই চলেছে।

টীকা-৯৩. এবং আল্লাহ্‌র শাস্তি সম্পর্কে তাঁর পক্ষ থেকে সতর্ক করছি;

قُلْ إِنَّمَآ أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ ۚ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿٤٥﴾

৪৫. আপনি বলুন, 'আমি তোমাদেরকে শুধু ওহী দ্বারাই সতর্ক করি (৯৩); এবং বধিরগণ আহ্বান শুনেনা যখন সতর্ক করা হয় (৯৪)।'

وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَٰلِمِينَ ﴿٤٦﴾

৪৬. এবং যদি তাদেরকে আপনার প্রতিপালকের শাস্তির বাতাস স্পর্শ করে যায়, তবে অবশ্যই বলবে, 'হায় দুর্ভোগ আমাদের! নিশ্চয় আমরা যালিম ছিলাম (৯৫)।'

وَنَضَعُ الْمَوَٰزِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ ﴿٤٧﴾

৪৭. এবং আমি ন্যায় বিচারের মানদণ্ডসমূহ স্থাপন করবো ক্বিয়ামতের দিন। সুতরাং কারো আত্মার প্রতি কোন অবিচার করা হবে না। এবং যদি কোন বস্তু (৯৬) তিল-বীজের পরিমাণও হয়, তবে আমি তাও নিয়ে আসবো। এবং আমি যথেষ্ট হই হিসাব গ্রহণে।

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾

৪৮. এবং নিশ্চয় আমি মূসা ও হারূনকে 'মীমাংসার মাপকাঠি' প্রদান করেছি (৯৭) এবং উজ্জ্বল আলো (৯৮) আর খোদাভীরুদের জন্য উপদেশ (৯৯)।

الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿٤٩﴾

৪৯. ঐসব লোক, যারা না দেখেও আপন প্রতিপালককে ভয় করে এবং ক্বিয়ামতের ভয় তাদের মধ্যে লেগেই রয়েছে।

وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَٰهُ ۚ أَفَأَنتُمْ لَهُۥ مُنكِرُونَ ﴿٥٠﴾

৫০. এবং এটাই হচ্ছে কল্যাণময় উপদেশ, যা আমি অবতীর্ণ করেছি (১০০)। তবুও কি তোমরা সেটার অস্বীকারকারী হও?

রুকূ' - পাঁচ

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَآ إِبْرَٰهِيمَ رُشْدَهُۥ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِۦ عَٰلِمِينَ ﴿٥١﴾

৫১. এবং নিশ্চয় আমি ইব্রাহীমকে (১০১) পূর্ব থেকেই তার সৎপথ দান করেছি এবং আমি তার সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত ছিলাম (১০২)।

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِىٓ أَنتُمْ لَهَا عَٰكِفُونَ ﴿٥٢﴾

৫২. যখন সে তার পিতা ও সম্প্রদায়কে বললো, 'এ মূর্তিগুলো কি (১০৩), যে গুলোর সম্মুখে তোমরা আসন পেতে বসে আছো (১০৪)?'

قَالُوا۟ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا لَهَا عَٰبِدِينَ ﴿٥٣﴾

৫৩. তারা বললো, 'আমরা আপন বাপ-দাদাকে সেগুলোর পূজা করতে (দেখতে) পেয়েছি' (১০৫)।

قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمْ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٥٤﴾

৫৪. বললো, 'নিশ্চয় তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদা সবই স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছো।'

قَالُوٓا۟ أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ اللَّٰعِبِينَ ﴿٥٥﴾

৫৫. তারা বললো, 'তুমি কি আমাদের নিকট সত্য নিয়ে এসেছো কিংবা এভাবেই খেলা করছো (১০৬)?'

টীকা-৯৪. অর্থাৎ কাফিরগণ হিদায়তকারী ও সতর্ককারীদের বাণী থেকে উপকার গ্রহণ না করার ক্ষেত্রে বধিরের ন্যায়।

টীকা-৯৫. নবীর বাণীর প্রতি কর্ণপাত করেনি এবং তাঁদের প্রতি ঈমান আনেনি।

টীকা-৯৬. কর্মসমূহ থেকে

টীকা-৯৭. অর্থাৎ তাওরীত দান করেছি; যা হক ও বাতিলের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়

টীকা-৯৮. অর্থাৎ আলো, যা দ্বারা মুক্তির পথ সম্পর্কে জানা যায়

টীকা-৯৯. যা দ্বারা তারা সদুপদেশ গ্রহণ করে এবং ধর্মীয় বিষয়াদির জ্ঞানার্জন করে।

টীকা-১০০. আপন হাবীব মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি। অর্থাৎ ক্বোরআন পাক। এটা অধিক মঙ্গলময় এবং ঈমান আনয়নকারীদের জন্য এতে রয়েছে মহা কল্যাণসমূহ।

টীকা-১০১. তাঁর প্রথম বয়সে, বয়োপ্রাপ্ত হবার

টীকা-১০২. যে, তিনি হিদায়ত ও নবূয়তের উপযোগী।

টীকা-১০৩. অর্থাৎ মূর্তি, যেগুলোকে পশুপক্ষী ও মানুষের আকৃতিসমূহে তৈরী করা হয়,

টীকা-১০৪. এবং সেগুলোর উপাসনায় রত রয়েছো?

টীকা-১০৫. সুতরাং আমরাও তাদের অনুসরণে তেমনি করতে আরম্ভ করেছি।

টীকা-১০৬. যেহেতু তাদের নিকট নিজেদের কর্মপদ্ধতি বিভ্রান্তিরই নামান্তর হওয়া অসম্ভবই মনে হতো এবং সেগুলোকে অস্বীকার করাকে তারা অতি জঘন্য বিষয় বলে জানতো, সেহেতু তারা হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালামকে বললো, "আপনি কি এ কথা বাস্তবিকই আমাদেরকে বলছেন, না ক্রীড়া-কৌতুক বশতঃ বলছেন?" এর জবাবে তিনি মহান সর্বজ্ঞাতা রাজাধিরাজের রাবূবিয়াতের প্রমাণ পেশ করে একথা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তিনি ক্রীড়া-কৌতুকচ্ছলে কোন উক্তিকারী নন; বরং সত্যটাই প্রকাশ করছেন। সুতরাং তিনি-

টীকা-১০৭. তোমাদের মেলানুষ্ঠানের দিকে।

ঘটনা এই যে, উক্ত সম্প্রদায়ের একটা বার্ষিক মেলানুষ্ঠান হতো। তারা তখন বনভূমিতে চলে যেতো। সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানে খেলাধূলায় মগ্ন থাকতো। ফেরার সময় বোত্খানায় আসতো ও বোত্গুলোর পূজা করতো। এরপর আপন আপন বাড়ীঘরে ফিরে যেতো।

যখন হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম তাদের একটা দলের সাথে বোত্গুলো সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করলেন, তখন তারা বললো, "আগামীকাল আমাদের ঈদ অনুষ্ঠান। আপনিও সেখানে চলুন! আর দেখুন আমাদের দ্বীন ও কর্মপদ্ধতিতে কেমন শোভা রয়েছে এবং কেমন আনন্দ উপভোগ করা যায়।"

যখন ঐ মেলার দিন আসলো এবং তাঁকে মেলায় যাওয়ার জন্য বলা হলো, তখন তিনি ওযর দেখিয়ে থেকে গেলেন। ঐসব লোক রওনা হয়ে গেলো। যখন

৫৬. বললো, 'বরং তোমাদের প্রতিপালক তিনিই, যিনি প্রতিপালক হন আসমানসমূহ ও যমীনের, যিনি সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন, এবং এ বিষয়ে আমি অন্যতম সাক্ষী হই।

৫৭. এবং আমার আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর ধ্বংস কামনা করবো এর পর যে, তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ফিরে যাবে (১০৭)।'

৫৮. অতঃপর সে সবকে (১০৮) চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলো, কিন্তু একটাকে, যেটা সে সবের মধ্যে বড় ছিলো (১০৯) এ জন্য যে, সম্ভবতঃ তারা তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবে (১১০)।

৫৯. তারা বললো, 'আমাদের দেবতাগুলোর সাথে কে এমন আচরণ করলো? নিশ্চয় সে যালিম।'

৬০. তাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক বললো, 'আমরা এক যুবককে সেগুলোর সমালোচনা করতে শুনেছি, যাকে ইব্রাহীম বলা হয় (১১১)।'

৬১. তারা বললো, 'সুতরাং লোকসম্মুখে তাকে উপস্থিত করো, হয়ত তারা সাক্ষ্য দেবে (১১২)।'

৬২. বললো, 'তুমি কি আমাদের দেবতাগুলোর সাথে এ আচরণ করেছো, হে ইব্রাহীম (১১৩)।'

৬৩. তিনি বললেন, 'বরং সেগুলোর মধ্যে সম্ভবতঃ ঐ বড়টাই করেছে (১১৪)। সুতরাং সেগুলোকে জিজ্ঞাসা করো যদি সেগুলো কথা বলে (১১৫)।'

قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِيْ فَطَرَهُنَّ ۖ وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٥٦﴾

وَتَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿٥٧﴾

فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ ﴿٥٨﴾

قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَآ اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٩﴾

قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗٓ اِبْرٰهِيْمُ ﴿٦٠﴾

قَالُوْا فَاْتُوْا بِهٖ عَلٰٓى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ ﴿٦١﴾

قَالُوْٓا ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ﴿٦٢﴾

قَالَ بَلْ فَعَلَهٗ ۖ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَسْـَٔلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ﴿٦٣﴾

তাদের অবশিষ্ট ও দুর্বল লোকেরা, যারা আস্তে আস্তে যাচ্ছিলো, তারা তাঁর পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করছিলো তখন তিনি বললেন, "আমি তোমাদের বোত্গুলোর ধ্বংস কামনা করবো।" একথা কেউ কেউ শুনেছিলো। অতঃপর হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম বোত্খানার দিকে ফিরে গেলেন।

টীকা-১০৮. অর্থাৎ বোতগুলোকে ভেঙ্গে

টীকা-১০৯. ছেড়ে দিলেন এবং কুঠারটা সেটার কাঁধের উপর রেখে দিলেন

টীকা-১১০. অর্থাৎ বড় মূর্তিকে, 'এসব ছোট মূর্তির অবস্থা কি? এগুলোকে কেন ভেঙ্গেছো? আর কুঠার তোমার কাঁধের উপর রাখলে কিভাবে?' ফলে, তাদের নিকট সেটার অক্ষমতা প্রকাশ পাবে; আর তাদের জ্ঞান ফিরে আসবে যে, এমন অক্ষম বস্তু খোদা হতে পারেনা।

অথবা অর্থ এই যে, তারা হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালামকে জিজ্ঞাসা করবে। তখন তিনি যুক্তি-প্রমাণ স্থির করার সুযোগ পাবেন।

সুতরাং যখন সম্প্রদায়ের লোকেরা সন্ধ্যায় ফিরে আসলো এবং মূর্তিঘরে পৌছলো, আর তারা দেখলো যে, মূর্তিগুলো ভেঙ্গেচুরে পড়ে আছে তখন

টীকা-১১১. এ সংবাদ যখন অত্যাচারী নমরূদ ও তার রাজন্যবর্গের নিকট পৌছলো তখন–

টীকা-১১২. যে, এটা হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালামেরই কাজ। অথবা তাঁকেই মূর্তিগুলো সম্পর্কে এমন কথা বলতে শুনা গেছে। উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, সাক্ষ্য স্থির হলে তারা তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। সুতরাং হযরতকে ডাকা হলো এবং তারা

টীকা-১১৩. তিনি সেটার তো কোন জবাবই দিলেন না; বরং তর্কযুদ্ধের নিয়মানুসারে পরোক্ষভাবে এক বিস্ময়কর ও বিরল যুক্তি স্থির করলেন।

টীকা-১১৪. এ ক্রোধে যে, 'তোমরা তার উপস্থিতি সত্ত্বেও সেটা অপেক্ষা ছোটগুলোকে পূজা করছো।' সেটার কাঁধের উপর কুঠার থাকার কারণে এমনই অনুমান করা যেতে পারে। আমাকে কি জিজ্ঞাসা করছো? জিজ্ঞাসা করলে

টীকা-১১৫. তখন সেগুলো নিজেরাই বলবে যে, তাদের সাথে এমন আচরণ কে করেছে। উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, সম্প্রদায়ের লোকেরা গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করবে যে, যেগুলো কথা বলতে পারেনা, যেগুলো কিছু বলতে পারে না সেগুলো খোদা হতে পারেনা। সেগুলোকে খোদা বলে বিশ্বাস করা বাতিল।

সুতরাং তিনি এ কথা বললেন–

টীকা-১১৬. আর বুঝতে পারলো যে, হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম সত্যের উপরই রয়েছেন।

টীকা-১১৭. যে এমন অক্ষম ও ক্ষমতাহীনের পূজা করছো! যেটা আপন কাঁধ থেকে কুঠারটাও সরাতে পারে না সেটা তার পূজারীদেরকে বিপদ থেকে কিভাবে রক্ষা করবে এবং তার দ্বারা কি উপকার হতে পারে?

টীকা-১১৮. এবং সত্য কথাটা বলার পর আবার তাদের দুর্ভাগ্য তাদের শিরে আরোহণ করলো। আর তারা কুফরের প্রতি প্রত্যাবর্তন করলো, বাতিল ও অন্যায় তর্কবিতর্ক ও বাড়াবাড়ি করতে লাগলো এবং হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালামকে বলতে লাগলো–

টীকা-১১৯. সুতরাং আমরা সেগুলোকে কিভাবে জিজ্ঞাসা করবো? আর হে ইব্রাহীম! তুমিও আমাদেরকে সেগুলো থেকে জিজ্ঞাসা করার নির্দেশ কিভাবে দিচ্ছো?

টীকা-১২০. যদি তোমরা সেগুলোর পূজা করো

টীকা-১২১. যদি সেটার পূজা বর্জন করো?

টীকা-১২২. যে, এতটুকুও বুঝতে পারো যে, এ মূর্তি পূজা করার উপযোগী নয়। যখন প্রমাণ যথাযথভাবে স্থির হলো এবং সেসব লোক উত্তর দিতে অপারগ হয়ে গেলো, তখন

টীকা-১২৩. নমরূদ এবং তার সম্প্রদায় হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালামকে জ্বালিয়ে দেয়ার উপর একমত হলো এবং তারা তাঁকে একটা ঘরে বন্দী করে দিলো এবং 'কূসী' (كُوثَىٰ) নামক গ্রামে একটা ইমারত তৈরী করলো। এক মাস পর্যন্ত তারা পূর্ণ প্রচেষ্টা দ্বারা নানা ধরণের কাঠ জমা করলো এবং একটা বিরাটকার অগ্নিকুণ্ড জ্বালালো। সেটার তাপে বাতাসে উড়ন্ত পাখী পুড়ে যেতো। একটা 'মিন্‌জানীক্ব' (দূর থেকে ক্ষেপনের অস্ত্র বিশেষ) দাঁড় করানো হলো এবং তাঁকে বেঁধে সেটার মধ্যে রেখে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করলো। তখন তিনি মুখে উচ্চারণ করলেন–

حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

(অর্থাৎ আমার জন্য উত্তম ব্যবস্থাপক আল্লাহ্ তা'আলাই যথেষ্ট)। জিব্রাঈল আমীন তাঁর খেদমতে আরয করলেন, "কিছু করার আছে কি?" তিনি বললেন, "তোমার দ্বারা নয়।" জিব্রাঈল আমীন আরয করলেন, "তবে, আপন প্রতিপালকের নিকট থেকে প্রার্থনা করুন।" তিনি বললেন, "সাহায্য প্রার্থনা কর অপেক্ষা, তিনি যে আমার অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন তাই আমার জন্য যথেষ্ট।"

فَرَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْٓا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪. সুতরাং তারা নিজেদের মনের প্রতি প্রত্যাবর্তন করলো, (মনে মনে ভাবতে লাগলো) (১১৬) এবং বললো, 'নিশ্চয়, তোমরাই যালিম (১১৭)।'

ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰٓؤُلَآءِ يَنْطِقُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫. অতঃপর তাদেরকে তাদের মস্তকের উপর ভর করে অবনত করানো হলো (১১৮) যে, 'আপনি ভাল ভাবে জানেন যে, এরা কথা বলে না (১১৯)।'

قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾

৬৬. বললো, 'তবে কি তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত এমন সবের পূজা করছো, যেগুলো না তোমাদের উপকার করতে পারে (১২০) এবং না ক্ষতি করতে পারে (১২১)?

اُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭. ধিক্কার তোমাদের প্রতি এবং ঐ মূর্তিগুলোর প্রতি, যে গুলোকে তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত পূজা করছো! তবে কি তোমাদের বিবেক নেই (১২২)?'

قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْٓا اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮. তারা বললো, 'তাঁকে জ্বালিয়ে দাও এবং নিজেদের দেবতাগুলোকে সাহায্য করো। যদি তোমাদের কিছু করার থাকে (১২৩)!'

قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ﴿٦٩﴾

৬৯. আমি বললাম, 'হে আগুন! হয়ে যা শীতল ও নিরাপদ ইব্রাহীমের উপর (১২৪)!'

وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ﴿٧٠﴾

৭০. এবং তারা তাঁর ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করলো। তখন আমি তাদেরকে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলাম (১২৫)।

وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا

৭১. এবং আমি তাকে ও লূতকে (১২৬)

টীকা-১২৪. অতঃপর আগুন তাঁর বন্ধনগুলো ব্যতীত অন্য কিছু জ্বালায়নি। আগুনের তাপ দূরীভূত হয়ে গেলো; কিন্তু আলো স্থায়ী রইলো।

টীকা-১২৫. যেহেতু তাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়নি এবং প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত সম্প্রদায়ের উপর মশা প্রেরণ করলেন, সেগুলো তাদের শরীরের মাংস খেয়ে ফেললো। রক্ত চুষে নিলো। একটা মশা নমরূদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করলো এবং সেটাই তার ধ্বংসের কারণ হলো।

টীকা-১২৬. যিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র, তাঁর ভ্রাতা হারানের সন্তান ছিলেন, নমরূদ ও তার সম্প্রদায়ের কবল থেকে

টীকা-১২৭. এবং ইরাক থেকে।

إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴿٧٢﴾

নাজাত দান করেছি (১২৭) ঐ ভূমির প্রতি (১২৮) যাতে আমি বিশ্ববাসীদের জন্য কল্যাণ রেখেছি (১২৯)।

৭২. এবং আমি তাঁকে দান করেছি ইস্হাক্ব (১৩০) এবং য়া'কূব পৌত্ররূপে এবং আমি তাদের সবাইকে আমার বিশেষ নৈকট্যের উপযোগী করেছি।

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ۖ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴿٧٣﴾

৭৩. এবং আমি তাদেরকে 'ইমাম' করেছি, যারা (১৩১) আমার নির্দেশে আহ্বান করে এবং আমি তাদের প্রতি ওহী প্রেরণ করেছি– সৎকর্ম করতে, নামায প্রতিষ্ঠিত রাখতে এবং যাকাত প্রদান করতে; আর তারা আমার ইবাদত করতো।

وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ ۗ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ ﴿٧٤﴾

৭৪. এবং লূতকে আমি ধর্মীয় প্রজ্ঞা ও জ্ঞান প্রদান করেছি এবং তাকে এমন এক জনপদ থেকে উদ্ধার করেছি, যারা অশ্লীল কাজ করতো (১৩২); নিশ্চয় তারা মন্দলোক, নির্দেশ অমান্যকারী ছিলো।

وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ۖ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٥﴾

৭৫. এবং আমি তাকে (১৩৩) আপন করুণার মধ্যে প্রবেশ করিয়েছি। নিঃসন্দেহে, সে আমার একান্ত নৈকট্যের উপযোগীদের অন্যতম।

রুকূ' – ছয়

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٧٧﴾

৭৬. এবং নূহকে; যখন সে ইতোপূর্বে আমাকে আহ্বান করেছিলো, তখন আমি তার প্রার্থনা কবূল করেছি এবং তাকে ও তার পরিজনবর্গকে মহা সংকট থেকে উদ্ধার করেছি (১৩৪)।

৭৭. এবং আমি সেসব লোকের বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করেছি যারা আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করেছে; নিশ্চয় তারা মন্দলোক ছিলো; অতঃপর আমি তাদের সবাইকে নিমজ্জিত করেছি।

وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿٧٨﴾

৭৮. এবং দাঊদ ও সুলায়মানকে স্মরণ করুন! যখন শস্যক্ষেত্রের এক বিবাদ মীমাংসা করছিলো; যখন রাতের বেলায় তাতে কিছুলোকের মেষসমূহ প্রবেশ করেছিলো (১৩৫); এবং আমি তাদের বিচারের সময় উপস্থিত ছিলাম।

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ

৭৯. আমি ঐ বিষয়টা সুলায়মানকে বুঝিয়ে দিয়েছি (১৩৬)

টীকা-১২৮. রওনা করে,

টীকা-১২৯. এ 'ভূমি' দ্বারা 'সিরিয়া-ভূমি' বুঝানো হয়েছে। সেটার বরকত বা কল্যাণ এ যে, এখানে অনেক নবীর আবির্ভাব ঘটেছে। আর সমগ্র জাহানে তাঁদের ধর্মীয় কল্যাণ পৌঁছেছে এবং ফলমূল ও শাক-সব্জীর সজীবতার দিক দিয়েও এ অঞ্চল অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা উত্তম ছিলো। এখানে বহু নহর প্রবাহিত। পানি পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও রুচিসম্মত। বৃক্ষ ও ফলমূল প্রচুর। হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালাম ফিলিস্তীন ভূমিতে অবতরণ করলেন। হযরত লূত আলায়হিস্ সালাম (অবতরণ করলেন) 'মু'তাফাকা' নামক ভূমিতে।

টীকা-১৩০. এবং হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে পুত্র-সন্তানের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন।

টীকা-১৩১. লোকদেরকে আমার দ্বীনের প্রতি

টীকা-১৩২. উক্ত জনপদের নাম ছিলো– 'সাদূম'।

টীকা-১৩৩. অর্থাৎ হযরত লূত আলায়হিস্ সালামকে,

টীকা-১৩৪. অর্থাৎ তুফান থেকে এবং অবাধ্যদের অস্বীকার করা থেকে।

টীকা-১৩৫. সেগুলোর সাথে কোন রাখাল ছিলো না। সেগুলো ক্ষেতগুলোকে খেয়ে ফেললো। এ মুকাদ্দমাটা হযরত দাঊদ আলায়হিস সালামের সামনে পেশ করা হলো। তিনি রায় দিলেন যে, মেষগুলো ক্ষেতের মালিককে দিয়ে দেয়া হোক! বস্তুতঃ মেষগুলোর দাম ক্ষেতের ক্ষতির সমান ছিলো।

টীকা-১৩৬. হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালামের সামনে যখন মামলাটা পেশ করা হলো, তখন তিনি বললেন, "উভয় পক্ষের জন্য এর চেয়ে সহজ পন্থাও হতে পারে।" তখন হযরতের বয়স ছিলো মাত্র এগার বছর। হযরত দাঊদ আলায়হিস্ সালাম তাঁকে বাধ্য করলেন যেন ঐ পন্থা বলে দেন। হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম রায় পেশ করলেন, "মেষগুলোর মালিক উক্ত ক্ষেতে কাজ করতে থাকবে। যতদিন পর্যন্ত ক্ষেতের চারাগুলো ঐ অবস্থায় ফিরে না আসে, যে অবস্থায় তার মেষগুলো ক্ষেত খেয়েছিলো, ততদিন

পর্যন্ত ক্ষেতের মালিক মেষগুলোর দুধ দ্বারা উপকৃত হতে থাকবে। ক্ষেত পূর্বাবস্থায় পৌঁছার পর ক্ষেতের মালিককে ক্ষেত ফেরত দেয়া হবে, আর মেষের মালিককে মেষগুলো ফেরৎ দেয়া হবে।" এ রায়টা হযরত দাউদ আলায়হিস্ সালাম পছন্দ করেছিলেন।

উক্ত মামলায় এ উভয় রায়ই তাঁদের 'ইজতিহাদ'-এরই ফসল ছিলো। তা তাঁদেরই শরীয়ত মোতাবেক ছিলো। আমাদের শরীয়তের নির্দেশ এ যে, যদি রাখাল সাথে না থাকে, তবে পশু যা ক্ষতি করে তার কোন ক্ষতিপূরণ নেই।

মুজাহিদের অভিমত হচ্ছে– হযরত দাউদ আলায়হিস্ সালাম যে মীমাংসা করেছিলেন তা ঐ মাস্'আলারই সমাধান ছিলো। আর হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম যে প্রস্তাব পেশ করেন তা ছিলো সন্ধিরই পন্থা।

টীকা-১৩৭. **'ইজতিহাদ'** ★ -এর বিভিন্ন পন্থা ও বিধি-বিধানের বিভিন্ন পদ্ধতি ইত্যাদির;

মাস্'আলাঃ যে সব আলিমের মধ্যে 'ইজতিহাদ'-এর' যোগ্যতা' অর্জিত হয়েছে, তাঁদের ঐসব বিষয়ে 'ইজতিহাদ' করার অধিকার আছে, যেগুলো সম্পর্কে ক্বোরআন ও সুন্নাহয় তাঁরা সমাধান না পান। যদি ইজতিহাদে ভুলও হয়ে যায়, তবুও তাঁদেরকে তজ্জন্য জবাবদিহি করতে হবেনা।

وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا ۖ وَّسَخَّرْنَا مَعَ دَاوٗدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۭ وَكُنَّا فٰعِلِيْنَ ﴿٧٩﴾

এবং উভয়কে রাষ্ট্র শাসন ক্ষমতা ও জ্ঞান দান করেছি (১৩৭); এবং দাউদের সাথে পর্বতকে অনুগত করে দিয়েছি যেন (আমার) পবিত্রতা ঘোষণা করে; এবং পক্ষীকুলকেও (১৩৮)। আর এসব আমারই কাজ ছিলো।

وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْۢ بَاْسِكُمْ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ ﴿٨٠﴾

৮০. এবং আমি তাকে তোমাদের এক পরিধের বস্ত্রের নির্মাণ পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছি, যাতে তোমাদেরকে তোমাদের ক্ষতি থেকে রক্ষা করে (১৩৯), অতঃপর তোমরা কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে?

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖٓ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ۭ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عٰلِمِيْنَ ﴿٨١﴾

৮১. এবং সুলায়মানের জন্য তীব্র বায়ুকে বশীভূত করে দিয়েছি; তা তার নির্দেশে প্রবাহিত হতো ঐ ভূমির প্রতি, যেখানে আমি কল্যাণ রেখেছি (১৪০) এবং প্রত্যেকটা বিষয় আমার জানা আছে।

وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ ﴿٨٢﴾ ۙ

৮২. এবং শয়তানদের মধ্যে যেগুলো তাঁর জন্য ডুব দিতো (১৪১) এবং তা ব্যতীত অন্য কাজও করতো (১৪২) এবং আমি তাদেরকে রুখে রেখেছিলাম (১৪৩)।

وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٨٣﴾ ۚ

৮৩. এবং আইয়ুবকে (স্মরণ করুন) যখন সে আপনপ্রতিপালককে ডাকলো (১৪৪), 'আমাকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করেছে এবং তুমি সমস্ত দয়ালুর মধ্যে সর্বাধিক দয়ালু।'

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ

৮৪. অতঃপর আমি তার প্রার্থনা শুনেছি।

বোখারী ও মুসলিম শরীফের মধ্যে হাদীস বর্ণিত হয় যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "যখন মীমাংসাকারী 'ইজতিহাদ' সহকারে ফয়সালা করেন, আর তিনি উক্ত ফয়সালা সঠিকভাবে প্রদানে সক্ষম হন, তবে তাঁর জন্য দু'টি সাওয়াব। আর যদি 'ইজতিহাদ'-এ ভুল হয়ে যায় তবে একটা সাওয়াব।"

টীকা-১৩৮. পাথর ও পাখী তাঁর সাথে সুর মিলিয়ে আল্লাহর তাস্বীহ্ বা পবিত্রতা ঘোষণা করতো।

টীকা-১৩৯. অর্থাৎ যুদ্ধে শত্রুর মুকাবিলায় উপকারে আসে। তা হচ্ছে 'বর্ম'। সর্বপ্রথম বর্ম তৈরী করেছেন হযরত দাউদ আলায়হিস্ সালাম।

টীকা-১৪০. এ 'ভূমি' দ্বারা 'শাম' (সিরিয়া)-ভূমির কথা বুঝানো হয়েছে, যা তাঁর বাসস্থান ছিলো,

টীকা-১৪১. সমুদ্রের গভীরে প্রবেশ করে সাগরের তলদেশ থেকে তাঁর জন্য মণিমুক্তা আহরণ করে নিয়ে আসতো

টীকা-১৪২. আশ্চর্যজনক শিল্পকার্য, অট্টালিকা, মহল, পাত্র, কাঁচের জিনিষপত্র এবং সাবান ইত্যাদি তৈরী করা।

টীকা-১৪৩. যাতে তারা আপনার নির্দেশ উপেক্ষা করে বাইরে চলে না যায়।

টীকা-১৪৪. অর্থাৎ আপন প্রতিপালকের দরবারে প্রার্থনা করেন। হযরত আইয়ুব আলায়হিস্ সালাম হযরত ইসহাক্ব আলায়হিস্ সালামের সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে প্রত্যেক প্রকারের অনুগ্রহ প্রদান করেছেন– সুন্দর আকৃতিও, অধিক সন্তান-সন্ততিও, প্রচুর ধন-সম্পদও। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে পরীক্ষায় ফেললেন। তাঁর সন্তানগণ ঘর ধ্বসে পড়ায় চাপা পড়ে মৃত্যুবরণ করলো। সমস্ত গৃহপালিত পশু, যেগুলোর মধ্যে হাজার হাজার উট ও হাজার হাজার মেষ ছিলো, সবই মরে গেলো। সমস্ত ক্ষেত-খামার ও বাগান নষ্ট হয়ে গেলো। কিছুই আর অবশিষ্ট রইলো না। আর যখনই তাঁকে এসব বস্তু ধ্বংস কিংবা নষ্ট হয়ে যাবার সংবাদ দেয়া হতো তখন তিনি আল্লাহর প্রশংসা করতেন। আর বলতেন, "আমার কি আছে, যাঁর ছিলো তিনিই নিয়ে গেছেন। যতদিন পর্যন্ত আমাকে দিয়েছেন ও আমার নিকট রেখেছেন, তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাও সম্ভব নয়। আমি তাঁর ইচ্ছায় সন্তুষ্ট আছি।

অতঃপর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সারা শরীর মুবারক রোগাক্রান্ত হলো। গোটা শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেলো। সমস্ত লোক তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করলো;

★ ক্বোরআন হাদীসের নীতিমালার আলোকে শরীয়তের মাস্'আলার ফয়সালা দেয়াকে 'ইজতিহাদ' বলা হয়।

একমাত্র তাঁর বিবি সাহেবা ব্যতীত। তিনি তাঁর সেবায় নিয়োজিত থেকে যান। এ অবস্থা কয়েক বছর যাবত দীর্ঘায়িত হলো। শেষ পর্যন্ত এমন কোন কারণ তাঁর সম্মুখীন হলো। তখন তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করলেন।

টীকা-১৪৫. এভাবে যে, হযরত আইয়ূব আলায়হিস সালামকে বললেন, "আপনি মাটিতে পায়ের আঘাত করুন!" তিনি পদাঘাত করলেন। একটা ফোয়ারা প্রবাহিত হলো। নির্দেশ দেয়া হলো- "তা দ্বারা স্নান করুন।" তিনি গোসল করলেন। ফলে, শরীরের বাহ্যিক সমস্ত রোগ দূরীভূত হয়ে গেলো। অতঃপর তিনি চল্লিশ কদম সামনে অগ্রসর হলেন। আবার ও মাটিতে পদাঘাতের নির্দেশ দেয়া হলো। অতঃপর তিনি আবার পদাঘাত করলেন। সেটার ফলে আরেকটা ফোয়ারারও সৃষ্টি হলো; যেটার পানি খুবই ঠাণ্ডা ছিলো। তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশে তা থেকে পান করলেন। এর ফলে অভ্যন্তরীণ সমস্ত রোগও দূরীভূত হয়ে গেলো। আর উন্নতমানের স্বাস্থ্যই তাঁর অর্জিত হলো।

টীকা-১৪৬. হযরত ইবনে মাসঊদ ও হযরত ইব্‌নে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুম এবং অধিকাংশ তাফসীরকারক বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সমস্ত সন্তানকে জীবিত করে দিয়েছিলেন এবং তাঁকে ততসংখ্যক আরো সন্তান দান করেছিলেন।" হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার অপর বর্ণনায় আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বিবি সাহেবাকে পুনরায় যৌবন দান করলেন এবং তাঁর গর্ভে আরো বহু সন্তান জন্মলাভ করলো।

টীকা-১৪৭. যাতে তারাও এ ঘটনা থেকে বিপদে ও দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য ধারণ করা ও সেটার মহা পুরস্কার সম্পর্কে অবগত হয় এবং ধৈর্যধারণ করে ও সাওয়াব পায়।

টীকা-১৪৮. যেহেতু, তাঁরা দুঃখ-কষ্ট, বিপদাপদ এবং ইবাদত পালনের কষ্টে ধৈর্যধারণ করেছিলেন।

টীকা-১৪৯. অর্থাৎ হযরত য়ূনুস ইবনে মাত্তাকে;

টীকা-১৫০. আপন সম্প্রদায়ের প্রতি, যারা তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করেনি ও উপদেশ মান্য করেনি এবং কুফরের উপরই অবিচলিত হয়ে থাকে। তিনি মনে করেছিলেন যে, এই হিজরত তাঁর জন্য বৈধ। কেননা, এর কারণ শুধু কুফর ও কাফিরদের প্রতি বিদ্বেষ প্রদর্শন ও আল্লাহ্‌রই (সন্তুষ্টির) জন্য ক্রোধান্বিত হওয়া; কিন্তু তিনি এ হিজরতের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র নির্দেশের অপেক্ষা করেন নি।

টীকা-১৫১. অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে মাছের পেটে নিক্ষেপ করলেন।

টীকা-১৫২. কয়েক প্রকারের অন্ধকার ছিলো। যেমন- সমুদ্রের অন্ধকার, রাতের অন্ধকার, মাছের পেটের অন্ধকার। এসব ধরণের অন্ধকারের মধ্যে হযরত য়ূনুস আলায়হিস সালাম আপন প্রতিপালকের দরবারে এভাবে প্রার্থনা করলেন-

টীকা-১৫৩. যে, আমি আপন সম্প্রদায় থেকে আপনার অনুমতি পাবার পূর্বে পৃথক হয়েছি। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, যে কোন বিপদগ্রস্ত আল্লাহ্‌র দরবারে এ বাক্য দ্বারা প্রার্থনা করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রার্থনা গ্রহণ করেন।

টীকা-১৫৪. এবং মৎস্যকে নির্দেশ দিলেন। তখন সেটা হযরত য়ূনুস আলায়হিস্ সালামকে সমুদ্রের তীরে পৌঁছিয়ে দিলো

টীকা-১৫৫. বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্ট থেকে; যখন তারা আমার নিকট ফরিয়াদ করবে ও প্রার্থনা করবে।

টীকা-১৫৬. অর্থাৎ সন্তানহীন; বরং ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী দান করুন।

فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَّاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ ۝

তখন আমি দূরীভূত করেছি যে দুঃখ-কষ্ট তার ছিলো (১৪৫), এবং আমি তাকে তার পরিজনবর্গ ও তাদের সাথে তদ্‌সংখ্যক আরো দান করলাম (১৪৬) আমার নিকট থেকে দয়া করে এবং ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ (১৪৭)।

وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ ؕ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

৮৫. এবং ইসমাঈল, ইদ্‌রীস ও যুল্-কিফ্‌লকে (স্মরণ করুন)। তারা সবাই ধৈর্যশীল ছিলো (১৪৮)।

وَاَدْخَلْنٰهُمْ فِيْ رَحْمَتِنَا ؕ اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

৮৬. এবং তাদেরকে আমি আপন অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেছি। নিশ্চয় তারা আমার বিশেষ নৈকট্যের উপযোগীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

৮৭. এবং যুন্‌নূনকে (স্মরণ করুন) (১৪৯); যখন চললো ক্রোধভরে (১৫০), তখন মনে করেছিলো যে, আমি তার উপর বিপদ-প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবো না (১৫১)। অতঃপর অন্ধকাররাশির মধ্যে ডাকলো (১৫২), 'কোন উপাস্য নেই তুমি ব্যতীত; পবিত্রতা তোমারই, নিশ্চয় আমার দ্বারা অশোভন কাজ সম্পাদিত হয়েছে (১৫৩)।

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ؕ وَكَذٰلِكَ نُـْۨجِي الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

৮৮. তখন আমি তার প্রার্থনা শুনেছি এবং তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছি (১৫৪) এবং এভাবেই উদ্ধার করবো মুসলমানদেরকে (১৫৫)।

وَزَكَرِيَّاۤ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا

৮৯. এবং যাকারিয়াকে, যখন সে আপন প্রতিপালককে আহ্বান করেছে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একা রেখোনা (১৫৬)

টীকা-১৫৭. সৃষ্টি বিলীন হয়ে যাবার পরও স্থায়ী হবেন। উদ্দেশ্য এই যে, যদি আপনি আমাকে উত্তরাধিকারী না দেন, তবুও কোন দুঃখ নেই; কেননা, আপনি উত্তম 'ওয়ারিস' (মালিক)।

টীকা-১৫৮. সৌভাগ্যবান সন্তান-

টীকা-১৫৯. যে বন্ধ্যা ছিলো। তাকে সন্তান ধারণের উপযোগী করেছি।

টীকা-১৬০. অর্থাৎ উল্লেখিত নবীগণ

টীকা-১৬১. সম্পূর্ণরূপে। কোনপ্রকারেই কোন মানুষ তাঁর সতীত্বকে স্পর্শ করতে পারেনি। এর দ্বারা 'হযরত মারয়াম' আলায়হাস্ সালামের কথা বুঝানো হয়েছে।

টীকা-১৬২. এবং তাঁর গর্ভে হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামকে সৃষ্টি করেছি

টীকা-১৬৩. আপন পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতার। অর্থাৎ হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-কে তাঁর গর্ভ থেকে পিতা ব্যতীতই সৃষ্টি করেছেন।

টীকা-১৬৪. দ্বীন-ই-ইসলাম। এটাই হচ্ছে সমস্ত নবীর দ্বীন। এটা ব্যতীত যত ধর্ম রয়েছে সবই বাতিল। সবাইকে এ দ্বীনের উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকা অপরিহার্য।

টীকা-১৬৫. না আমি ব্যতীত অন্য কোন প্রতিপালক, না আমার দ্বীন ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন।

টীকা-১৬৬. অর্থাৎ দ্বীনের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করেছে এবং দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে গেছে;

টীকা-১৬৭. আমি তাদেরকে তাদের কর্মসমূহের প্রতিদান দেবো।

টীকা-১৬৮. পৃথিবীর দিকে; কার্যাদি ও অবস্থাদির প্রতিকারের জন্য। অর্থাৎ এ জন্য যে, তাদের ফিরে আসা অসম্ভব। তাফসীরকারকগণ এর এ অর্থও বর্ণনা করেন যে, 'যে বস্তিবাসীদেরকে আমি ধ্বংস করেছি তাদের শির্ক ও কুফর থেকে ফিরে আসা সম্ভবপর নয়।' এ অর্থটা এতদ্ভিত্তিতে যে, যখন ' لَا '-কে অতিরিক্ত স্থির করা হবে। আর ' لَا ' যদি অতিরিক্ত না হয় তবে অর্থ এ দাঁড়াবে যে, 'পরকালে তাদের জীবনের দিকে ফিরে না আসা অসম্ভব। এতে মৃত্যুর পর যারা পুনরুত্থিত হওয়াকে অস্বীকার করে তাদের খণ্ডন রয়েছে। আর উপরে যেই ' كُلٌّ اِلَيْنَا رَاجِعُوْنَ ' এবং ' لَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ ' এরশাদ করা হয়েছে সেটার প্রতিই জোরালো সমর্থন দেয়া হয়েছে। (তাফসীর-ই-কবীর ইত্যাদি)

টীকা-১৬৯. ক্বিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে এবং য়া'জূজ ও মা'জূজ দু'টি গোত্রের নাম।

وَأَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ﴿٨٩﴾

এবং তুমি সর্বাধিক উত্তম ওয়ারিস (মালিক) (১৫৭)।

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَوَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى وَأَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ۚ وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ ﴿٩٠﴾

৯০. তখন আমি তার প্রার্থনা কবূল করেছি এবং তাকে দান করেছি (১৫৮) ইয়াহ্য়া এবং তার জন্য তার স্ত্রীকে যোগ্যতাসম্পন্না করেছি (১৫৯)। নিশ্চয় তারা (১৬০) সৎকর্মসমূহে ত্বরা করতো এবং আমাকে ডাকতো আশা ও ভীতির সাথে এবং আমার দরবারে বিনীতভাবে প্রার্থনা করতো।

وَالَّتِىْ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنٰهَا وَابْنَهَا اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٩١﴾

৯১. এবং ঐ নারীকে, যে নিজ সতীত্বকে রক্ষা করেছে (১৬১), অতঃপর তার মধ্যে আমার 'রূহ' ফুঁকে দিয়েছি (১৬২) এবং তাকে ও তার পুত্রকে সমগ্র বিশ্বের জন্য নিদর্শন করেছি (১৬৩)।

إِنَّ هٰذِهٖٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً ۖ وَّأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ ﴿٩٢﴾

৯২. নিশ্চয় তোমাদের এ দ্বীন হচ্ছে একই দ্বীন (১৬৪); এবং আমি হই তোমাদের প্রতিপালক (১৬৫)। অতএব, তোমরা আমার ইবাদত করো।

وَتَقَطَّعُوْٓا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ۖ كُلٌّ إِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ ﴿٩٣﴾

৯৩. এবং অন্যান্য লোকেরা নিজেদের কার্যকলাপকে নিজেদের মধ্যে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে (১৬৬); সবাইকে আমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে (১৬৭)।

রুকূ' - সাত

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ ۚ وَإِنَّا لَهٗ كٰتِبُوْنَ ﴿٩٤﴾

৯৪. সুতরাং যে কোন ভাল কাজ করে এবং হয় ঈমানদার, তবে তার প্রচেষ্টার অবমূল্যায়ন করা হবে না এবং আমি তা লিপিবদ্ধ করছি।

وَحَرٰمٌ عَلٰى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنٰهَآ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٩٥﴾

৯৫. এবং হারাম ঐ জনপদের উপর, যাকে আমি ধ্বংস করেছি যে, আমার ফিরে আসবে (১৬৮)।

حَتّٰىٓ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوْجُ وَمَأْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ ﴿٩٦﴾

৯৬. ততদিন পর্যন্ত যে, যখন উন্মুক্ত করা হবে য়া'জূজ ও মা'জূজকে (১৬৯) এবং তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে ছুটে আসবে।

টীকা-১৭০. অর্থাৎ ক্বিয়ামত;

টীকা-১৭১. উক্ত দিবসের ভয়-ভীতির কারণে; এবং বলবে−

টীকা-১৭২. পৃথিবীর মধ্যে

টীকা-১৭৩. যে, আমরা রসূলগণের কথা অমান্য করতাম এবং তাদেরকে অস্বীকার করতাম।

টীকা-১৭৪. হে মুশরিকগণ!

টীকা-১৭৫. অর্থাৎ তোমাদের মূর্তিগুলো

টীকা-১৭৬. মূর্তি, যেমন তোমাদের ধারণা,

টীকা-১৭৭. মূর্তিগুলোও এবং সেগুলোর পূজারীরাও।

টীকা-১৭৮. এবং শাস্তির কঠোরতার কারণে চিৎকার করবে এবং ছুটাছুটি করবে

৯৭. এবং সন্নিকটে এসেছে সত্য প্রতিশ্রুতি (১৭০); সুতরাং তখনই কাফিরদের চক্ষুগুলো বিস্ফারিত হয়ে থেকে যাবে (১৭১) যে, 'হায়, আমাদের দুর্ভোগ! নিশ্চয় আমরা (১৭২) সে বিষয়ে উদাসীনতার মধ্যে ছিলাম; বরং আমরা যালিম ছিলাম (১৭৩)।'

৯৮. নিশ্চয় তোমরা (১৭৪) এবং যা কিছুর আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা পূজা করছো (১৭৫) সবই জাহান্নামের ইন্ধন। তোমাদেরকে সেটার মধ্যে যেতে হবে।

৯৯. যদি এ (১৭৬) খোদা হতো, তবে জাহান্নামে যেতোনা, এবং তাদের সবাইকে সর্বদা সেটার মধ্যেই থাকতে হবে (১৭৭)।

১০০. তারা সেটার মধ্যে আর্তনাদ করবে (১৭৮) এবং তারা সেটার মধ্যে কিছুই শুনবে না (১৭৯)।

১০১. নিশ্চয় ঐসব লোক, যাদের জন্য আমার প্রতিশ্রুতি কল্যাণের হয়েছে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হয়েছে (১৮০)।

وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٩٧﴾

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ﴿٩٨﴾

لَوْ كَانَ هَٰؤُلَاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا ۖ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٩٩﴾

لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٠١﴾

টীকা-১৭৯. জাহান্নামের ভীষণ উত্তেজনার কারণে।

হযরত ইবনে মাস্'উদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন− যখন জাহান্নামে ঐসব লোক থেকে যাবে, যাদেরকে সেখানে স্থায়ীভাবে থাকতে হবে, তখন তাদেরকে আগুনের সিন্দুকগুলোর মধ্যে বন্দী করা হবে; অতঃপর ঐ সিন্দুক অন্যান্য সিন্দুকসমূহের মধ্যে, অতঃপর ঐসিন্দুকগুলোকে অন্যান্য সিন্দুকসমূহের মধ্যে। আর সেসব সিন্দুকের উপর আগুনের পেরেক ঠুকে দেয়া হবে। তখন তারা কিছুই শুনতে পাবে না এবং না তাদের মধ্যে কেউ অপরকে দেখতে পাবে।

টীকা-১৮০. এ'তে ঈমানদারদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে। হযরত আলী মুরতাদা, কার্‌রামাল্লাহু তা'আলা ওয়াজহাহুল করীম এআয়াত তেলাওয়াত করে বলেন, "আমি ঐসব লোকের অন্তর্ভুক্ত এবং হযরত আবূ বকর, ওমর, ওসমান, তালহা, যুবায়র, সা'আদ এবং আবদুর রহমান ইবনে আউফও।

শানে নুযূলঃ রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম একদিন কা'বা মু'আয্‌যমায় প্রবেশ করলেন। তখন ক্বোরাঈশের নেতাগণ 'হাতীম'-এ উপস্থিত ছিলো। আর কা'বা শরীফের চতুর্পাশে ৩৬০টি মূর্তি ছিলো। নাযার ইবনে হারিস বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সামনে আসলো এবং তাঁর সাথে কথা বলতে আরম্ভ করলো। হুযূর তার প্রশ্নাবলীর জবাব দিয়ে তাকে নিশ্চুপ করে দিলেন এবং এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন− إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ অর্থাৎঃ "তোমরা এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যা কিছুর পূজা করছো সবই জাহান্নামের ইন্ধন।"

এটা এরশাদ করে হুযূর তাশরীফ নিয়ে আসলেন। অতঃপর আবদুল্লাহ্ ইবনে যাব্'আরী সাহ্‌মী আসলো। তাকে ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা উক্ত আলাপ-আলোচনা (মন্তব্য)-এর সংবাদ দিলো। সে বলতে লাগলো, "আল্লাহ্‌রই শপথ! আমি যদি থাকতাম তাহলে তাঁর সাথে তর্ক করতাম। এ কথার ভিত্তিতে লোকেরা রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ডেকে আনলো।

ইবনে যাব্'আরী বলতে লাগলো, "আপনি কি এ কথা বলেছেন, "তোমরা ও আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যা কিছুর পূজা করছো সবই জাহান্নামের ইন্ধন?" হুযূর বললেন, "হাঁ।" সে বলতে লাগলো, "ইহুদীরা তো হযরত ওযায়রকে পূজা করে এবং খৃষ্টানরা হযরত মসীহ্‌কে পূজা করে। আর বনী মলীহ (গোত্র) ফিরিশ্‌তাদের পূজা করে।" এর জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন। আর এরশাদ করলেন যে, হযরত ওযায়র, মসীহ এবং ফিরিশ্‌তাগণ হচ্ছেন তাঁরাই, যাঁদের জন্য কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। তাঁদেরকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হয়েছে। আর হুযূর সৈয়্যদে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা

আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, "বাস্তবপক্ষে, ইহুদী ও খৃষ্টানগণ ইত্যাদি শয়তানেরই পূজা করে।" এ সব জবাবের পর তার শ্বাস নেয়ার সুযোগ রইলো না এবং সে নির্বাক হয়েই রইলো।

বস্তুতঃ তার এসব আপত্তি তার পূর্ণ গোঁড়ামীর কারণেই ছিলো। কেননা, যেই আয়াতের উপর সে আপত্তি করেছে, তাতে এরশাদ হয়েছে- مَا تَعْبُدُوْنَ ; 'مَا' আরবী ভাষায় নির্জীব জড় পদার্থের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। এ কথা জেনেও সে অন্ধ সেজে আপত্তি করেছে। এ আপত্তি তো ভাষাবিদদের দৃষ্টিতেও সুস্পষ্ট বাতিল (ভিত্তিহীন) ছিলো; কিন্তু আরো বিশদভাবে বর্ণনা করার নিমিত্ত এ আয়াতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

টীকা-১৮১. এবং সেটার উত্তেজনার শব্দটুকুও তাদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছবে না। তাঁরা জান্নাতের মহলসমূহে আরাম করতে থাকবেন।

টীকা-১৮২. আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও মর্যাদাসমূহের মধ্যে

টীকা-১৮৩. অর্থাৎ সর্বশেষ ফুৎকার।

টীকা-১৮৪. কবরসমূহ থেকে বের হবার সময় মুবারকবাদ দেবে, সম্বর্ধনা জানাবে ও এ কথা বলবে-

টীকা-১৮৫. যাঁরা আমলসমূহের লিখক। মানুষের মৃত্যুকালে তার

টীকা-১৮৬. অর্থাৎ আমি যেভাবে প্রথমে অস্তিত্বহীনতা থেকে সৃষ্টি করেছিলাম তেমনিভাবেই অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবার পর আবারো সৃষ্টি করবো। অথবা অর্থ এ যে, যেভাবে মায়ের গর্ভ থেকে উলঙ্গাবস্থায়, খত্না ব্যতীত সৃষ্টি করেছিলাম তেমনিভাবেই মৃত্যুর পরেও উঠাবো।

টীকা-১৮৭. এ 'ভূমি' দ্বারা 'জান্নাত ভূমি' বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা বলেন- 'কাফিরদের ভূমি' বুঝানো হয়েছে যেগুলো মুসলমানগণ অধিকার করবে। অপর এক অভিমতানুযায়ী 'সিরিয়া-ভূমি' বুঝায়।

টীকা-১৮৮. সুতরাং যে সেটার অনুসরণ করে এবং সেটা অনুযায়ী কাজ করে সে জান্নাত লাভ করবে এবং সফলকাম হবে। 'ইবাদতকারীগণ' দ্বারা 'মু'মিনগণ' বুঝানো হয়েছে। অপর এক অভিমত হচ্ছে- 'হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের উম্মত বুঝানো হয়েছে; যারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, রমযান মাসের রোযা পালন করে ও হজ্জ করে।

لَا يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا ۚ وَهُمْ فِيْ مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿۱۰۲﴾

১০২. তারা সেটার ক্ষীণ ধ্বনিও শুনবেনা (১৮১) এবং তারা তাদের মন যেমন চায় তেমন ভোগ-বিলাসের মধ্যে (১৮২) সর্বদা থাকবে।

لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَتَتَلَقّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ؕ هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿۱۰۳﴾

১০৩. তাদেরকে বিষাদে ফেলবেনা ঐ সর্বাপেক্ষা মহাভীতি (১৮৩) এবং ফিরিশ্তাগণ তাদের অভ্যর্থনা করার জন্য আসবে (১৮৪), 'এটাই হচ্ছে তোমাদের ঐ দিন, যার সম্পর্কে তোমাদের সাথে ওয়াদা ছিলো।'

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَآءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ؕ كَمَا بَدَاْنَآ اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهٗ ؕ وَعْدًا عَلَيْنَا ؕ اِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ ﴿۱۰۴﴾

১০৪. যেদিন আমি আসমানসমূহ গুটিয়ে ফেলবো যেভাবে লিখক ফিরিশ্তাগণ (১৮৫) আমলনামাসমূহ গুটায়; যেভাবে আমি সর্বপ্রথম সেটা সৃষ্টি করেছিলাম সেভাবেই পুনরায় সৃষ্টি করে দেবো (১৮৬)। এটা হচ্ছে প্রতিশ্রুতি আমারই দায়িত্বে; সেটা আমি অবশ্যই করবো।

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُوْرِ مِنْۢ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصّٰلِحُوْنَ ﴿۱۰۵﴾

১০৫. নিশ্চয় আমি 'যাবূর'-এর মধ্যে উপদেশের পর লিখে দিয়েছি যে, এ ভূমির অধিকারী আমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণই হবে (১৮৭)।

اِنَّ فِيْ هٰذَا لَبَلٰغًا لِّقَوْمٍ عٰبِدِيْنَ ﴿۱۰۶﴾

১০৬. নিশ্চয় এ ক্বোরআন যথেষ্ট ইবাদতকারীদের জন্য (১৮৮)।

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۰۷﴾

১০৭. এবং আমি আপনাকে প্রেরণ করিনি কিন্তু রহমত করে সমগ্র বিশ্ব-জগতের জন্য (১৮৯)।

قُلْ اِنَّمَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿۱۰۸﴾

১০৮. আপনি বলুন, 'আমার প্রতি তো এ ওহী হয় যে, 'তোমাদের খোদা নেই, কিন্তু এক আল্লাহ্। তবে কি তোমরা মুসলমান হও?'

টীকা-১৮৯. যে-ই হোক না কেন; জিন্ হোক কিংবা মানব হোক; মু'মিন হোক কিংবা কাফির। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আন্হুমা বলেন, "হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'রহমত হওয়া ব্যাপক" ঈমানদারদের জন্যও এবং তার জন্যও, যে ঈমান আনেনি। মু'মিনের জন্য তো তিনি দুনিয়া ও আখিরাত- উভয় জগতের মধ্যে রহমত। আর যে ঈমান আনেনি তার জন্য তিনি দুনিয়ার মধ্যে রহমত। যেহেতু তাঁরই কারণে তাদের শাস্তি ভোগ বিলম্বিত হয়েছে এবং মাটিতে ধ্বসে যাওয়া, চেহারা বিকৃত হওয়া ও মূলোৎপাটিত হওয়ার শাস্তি তুলে নেয়া হয়েছে।"

'তাফসীর-ই-রূহুল বয়ান'-এ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় শীর্ষস্থানীয় মুফাসসিরদের এ অভিমত উদ্ধৃত করেন যে, আয়াতের অর্থ হচ্ছে- "আমি আপনাকে প্রেরণ করিনি, কিন্তু এমন রহমত (কল্যাণ) করে, যা ব্যাপক, পূর্ণাঙ্গ, পরিপূর্ণ, পরিব্যাপ্ত ও সম্পূর্ণ; যা সমস্ত শর্তযুক্তকে পরিবেষ্টনকারী অদৃশ্য রহমত এবং জ্ঞানগত, চাক্ষুষ, অস্তিত্বগত ও উপস্থিতিগত সাক্ষ্য আর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী (করুণা) ইত্যাদি; সমগ্র জাহানের জন্যই- চাই রূহজগত হোক, কিংবা শরীর জগত হোক, বিবেকবান হোক কিংবা জড় পদার্থ হোক। আর যিনি সমস্ত জাহানের জন্য রহমত হন তিনি অনিবার্যভাবে সমগ্র জাহান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হন।

টীকা-১৯০. এবং ইসলাম গ্রহণ না করে,

টীকা-১৯১. আল্লাহ্ তা'আলা বলে দেয়া ব্যতীত। অর্থাৎ এ কথাটা বুদ্ধি ও অনুমান দ্বারা জানার মতো নয়।

এ আয়াতে 'দিরায়ত' (درايت)-কেই অস্বীকার করা হয়েছে (إِنْ أَدْرِىْ)। 'দিরায়াত' বলা হয় আন্দাজ ও অনুমান দ্বারা জেনে নেয়াকে। যেমন ইমাম রাগেব কৃত 'মুফ্রাদাত' ও 'রদ্দুল মুহ্তার'-এর মধ্যে উল্লেখ রয়েছে। এ কারণে, আল্লাহ্ তা'আলার জন্য 'দিরায়ত' শব্দটা ব্যবহৃত হয়না। আর ক্বোরআনি করীমের সাধারণ ব্যবহারও এই অর্থ প্রকাশ করে। যেমন এরশাদ হয়েছে- مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ [অর্থাৎ- আপনি (আন্দাজ-অনুমান দ্বারা) জানতেন না কিতাব কি এবং না ঈমান (কি)।]

সুতরাং এখানে আল্লাহ্র শিক্ষাদান ছাড়া শুধু আপন বুদ্ধি ও অনুমান দ্বারা জেনে নেয়ার কথাকেই অস্বীকার করা হয়েছে; একচ্ছত্র জ্ঞানের কথা নয়। একচ্ছত্র জ্ঞানের কথা অস্বীকার কিভাবে করা যেতে পারে; যখন এ রুকূ'র প্রথমভাগে এসেছে- وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ অর্থাৎ "সন্নিকটে এসেছে সত্য প্রতিশ্রুতি;" তখন এখানে একথা কিভাবে বলা যেতে পারে যে, 'প্রতিশ্রুতি আসন্ন হওয়া ও দূরস্থিত হওয়া কোন মতেই জানা নেই?'

সারকথা হচ্ছে এই যে, এখানে বুদ্ধি ও অনুমান দ্বারা জ্ঞাত হওয়াকে অস্বীকার করা হয়েছে, আল্লাহ্র শিক্ষাদানক্রমে জেনে নেয়ার কথা অস্বীকার করা হয়নি।

১০৯. অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় (১৯০), তবে বলে দিন, 'আমি তোমাদেরকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনিয়ে দিয়েছি সমানভাবে; এবং আমি কি জানি (১৯১) আসন্ন, না দূরস্থিত তা-ই, যার তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে (১৯২)?'

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اٰذَنْتُكُمْ عَلٰى سَوَآءٍ وَإِنْ أَدْرِىْٓ أَقَرِيْبٌ أَمْ بَعِيْدٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ ﴿١٠٩﴾

১১০. নিশ্চয় আল্লাহ্ জানেন সশব্দে ব্যক্ত কথা (১৯৩) আর জানেন যা তোমরা গোপন করো (১৯৪)।

إِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُوْنَ ﴿١١٠﴾

১১১. এবং আমি কি জানি, হয়ত তা (১৯৫) তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা (১৯৬) এবং এককালের জন্য জীবনোপভোগ (১৯৭)?'

وَإِنْ أَدْرِىْ لَعَلَّهٗ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلٰى حِيْنٍ ﴿١١١﴾

১১২. নবী আরয করলেন, 'হে আমার প্রতিপালক! ন্যায় মীমাংসা করে দিন (১৯৮) এবং আমাদের প্রতিপালক পরম দয়াময়েরই সাহায্য আবশ্যক ঐসব কথার উপর যা তোমরা বলছো (১৯৯)। ★

قٰلَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ﴿١١٢﴾

সূরা হাজ্জ্

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা হাজ্জ্ মাদানী	আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৭৮ রুকূ'-১০

রুকূ' - এক

১. হে মানবজাতি! আপন প্রতিপালককে ভয় করো (২);

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ

টীকা-১৯২. শাস্তির অথবা ক্বিয়ামতের!

টীকা-১৯৩. যা, হে কাফিরগণ তোমরা প্রকাশ্যভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে অন্যায় সমালোচনার সুরে বলছো,

টীকা-১৯৪. নিজেদের অন্তরগুলোতে। অর্থাৎ নবীর বিরুদ্ধে শত্রুতা ও মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ, যা তোমাদের অন্তরসমূহে গোপন রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাও জানেন। তিনি সবার প্রতিদান দেবেন।

টীকা-১৯৫. অর্থাৎ দুনিয়ায় শাস্তি বিলম্বিত করা

টীকা-১৯৬. যা দ্বারা তোমাদের অবস্থা প্রকাশ পায়

টীকা-১৯৭. অর্থাৎ মৃত্যুকাল পর্যন্ত।

টীকা-১৯৮. আমার ও তাদের মধ্যে, যারা আমাকে অস্বীকার করছে। এভাবে যে, আমাকে সাহায্য করুন এবং তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করুন। এ প্রার্থনা কবূল হয়েছে এবং কাফিরগণ বদর, আহ্যাব ও হুনায়ন ইত্যাদিতে শাস্তিতে লিপ্ত হয়েছে।

টীকা-১৯৯. শির্ক, কুফর ও বে-ঈমানীর। ★

****

টীকা-১. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা ও হযরত মুজাহিদের মতে, সূরা হাজ্জ্ মক্কী, মাত্র ছয়টি আয়াত ব্যতীত, যেগুলো هٰذٰنِ خَصْمٰنِ থেকে আরম্ভ হয়। এ সূরায় দশটি রুকূ', আটাত্তরটি আয়াত, এক হাজার দু'শ একানব্বইটি পদ এবং পাঁচ হাজার পঁচাত্তরটি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২. তাঁর শাস্তিকে ভয় করো এবং তাঁর বন্দেগীতে মশগুল হও!

★ 'সূরা আম্বিয়া' সমাপ্ত।

إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ①

নিশ্চয় ক্বিয়ামতের প্রকম্পন (৩) অতি ভয়ংকর বস্তু।

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ②

২. যে দিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী (৪) আপন দুগ্ধপায়ী শিশুকে ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী (৫) তার গর্ভপাত করে ফেলবে (৬) এবং তুমি মানুষকে দেখবে যেন নেশাগ্রস্ত; অথচ তারা নেশাগ্রস্ত থাকবে না (৭) কিন্তু ঘটনা এই যে, আল্লাহ্‌র মার কঠিন।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ ③

৩. এবং কিছু লোক এমন রয়েছে যে, তারা আল্লাহ্‌র ব্যাপারে বিতণ্ডা করে জ্ঞান-বুঝ ব্যতীতই এবং প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানের অনুসরণ করে বসে (৮)।

كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ④

৪. যার সম্বন্ধে (এ নিয়ম) লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যে, যে কেউ তার সাথে বন্ধুত্ব করবে, তবে সে অবশ্যই তাকে পথভ্রষ্ট করে দেবে এবং তাকে দোযখের শাস্তির পথ প্রদর্শন করবে (৯)।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ

৫. হে মানবকূল! যদি ক্বিয়ামত-দিবসে জীবিত হওয়া সম্বন্ধে তোমাদের কোন সংশয় থাকে, তবে এ কথা গভীরভাবে চিন্তা করো যে, আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে (১০), অতঃপর জলবিন্দু থেকে (১১), অতঃপর রক্তের জমাট থেকে (১২); অতঃপর মাংসপিণ্ড থেকে, গঠিত ও অগঠিত আকৃতি (১৩), যাতে আমি তোমাদের জন্য আমার নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করে দিই (১৪) এবং আমি স্থির রাখি মাতৃগর্ভে যাকে ইচ্ছা, একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত (১৫), অতঃপর তোমাদেরকে বের করি শিশুরূপে; অতঃপর (১৬) এ জন্য যে, তোমরা

টীকা-৩. যা ক্বিয়ামতের পূর্বাভাষসমূহের অন্যতম এবং ক্বিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হবার পূর্বক্ষণে সংঘটিত হবে।

টীকা-৪. সেটার ভয়ে

টীকা-৫. অর্থাৎ গর্ভবতী ঐ দিনের ভয়াবহতার কারণে

টীকা-৬. গর্ভপাত হয়ে যাবে

টীকা-৭. বরং আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয়ে মানুষের হুঁশ্ চলে যেতে থাকবে;

টীকা-৮. শানে নুযূলঃ এ আয়াত নাযার ইবনে হারিস সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যে অত্যন্ত ঝগড়াটে লোক ছিলো। আর ফিরিশ্‌তাদেরকে খোদার কন্যা ও ক্বোরআনকে পূর্ববর্তীদের 'কিস্‌সা-কাহিনী' বলতো এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হবার বিষয়কে অস্বীকারকারী ছিলো।

টীকা-৯. শয়তানের অনুসরণ থেকে ভয় প্রদর্শন করার পর মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে প্রমাণ স্থির করা হচ্ছে-

টীকা-১০. তোমাদের বংশের মূল। অর্থাৎ তোমাদের সর্বপ্রথম পিতামহ হযরত আদম আলায়হিস্ সালামকে তা থেকে সৃষ্টি করে,

টীকা-১১. অর্থাৎ বীর্যের ফোঁটা (শুক্রবিন্দু) থেকে তাদের সমস্ত সন্তানকে,

টীকা-১২. যেহেতু শুক্র গাঢ় রক্তে পরিণত হয়ে যায়;

টীকা-১৩. অর্থাৎ পূর্ণ গড়ন ও অপূর্ণ গড়ন। বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "তোমাদের জন্মের উপাদান (শুক্র) মায়ের গর্ভে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বীর্যই থাকে। অতঃপর তত সংখ্যক দিন পর্যন্ত জমাট রক্তে পরিণত হয়ে থাকে, অতঃপর তত সংখ্যক দিন পর্যন্ত মাংসপিণ্ডের মতো থাকে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশ্‌তা প্রেরণ করেন, যিনি তার রিয্‌ক্ব, তার বয়স, তার কর্মকাণ্ড এবং সে হতভাগ্য হবে, না সৌভাগ্যবান হবে তা লিপিবদ্ধ করেন। অতঃপর তাতে 'রূহ' ফুৎকার করেন।" (আল-হাদীস) আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের সৃষ্টি কার্য এভাবে সমাধা করেন এবং তাকে এক অবস্থা থেকে অপর অবস্থায় দিকে পরিবর্তিত করেন। এটা এজন্য বর্ণনা করা হয়েছে।

টীকা-১৪. এবং তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার পূর্ণ ক্ষমতা ও প্রজ্ঞা সম্বন্ধে জানতে পারবে এবং আপন প্রারম্ভিক সৃষ্টির অবস্থাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করে বুঝতে পারো যে, যেই সত্য সর্বশক্তিমান সত্তা (আল্লাহ্ তা'আলা) প্রাণহীন মৃত্তিকার মধ্যে এতই পরিবর্তন সাধন করে প্রাণময় মানুষ করে দেন তিনি মৃত মানুষকে জীবিত করলে তা তাঁর ক্ষমতার বাইরে হবে কেন?

টীকা-১৫. অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় পর্যন্ত,

টীকা-১৬. তোমাদেরকে জীবন দান করেন

টীকা-১৭. এবং তোমাদের বিবেক ও শক্তি পরিপক্ক হবে

টীকা-১৮. এবং এতই বার্ধক্য এসে পড়ে যে, বিবেক-বুদ্ধি ও অনুভূতি পর্যন্ত বহাল থাকেনা এবং এমনই হয়ে যায়,

টীকা-১৯. এবং যা জানে তাও ভুলে যায়। ইকরামা বলেছেন যে, যে ব্যক্তি ক্বোরআন শরীফ নিয়মিতভাবে পাঠ করতে থাকবে, সে এমন অবস্থায় পৌঁছবেনা। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা, মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হবার পক্ষে দ্বিতীয় প্রমাণ বর্ণনা করছেন-

টীকা-২০. শুষ্ক, উদ্ভিদশূন্য,

وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـًٔا ؕ وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَنْۢبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيْجٍ ۝

আপন যৌবনে উপনীত হবে (১৭) এবং তোমাদের মধ্যে কেউ পূর্বেই মরে যায়, আর কাউকে সর্বাপেক্ষা হীনতম বয়সে নিয়ে যাওয়া হয় (১৮), যাতে জানার পর কিছুই না জানে (১৯)। এবং তুমি যমীনকে দেখছো বিশুষ্ক (২০), অতঃপর যখন আমি সেটার উপর বারি বর্ষণ করেছি তখন তা তরুতাজা হয়ে গেলো ও স্ফীত হয়ে আসলো এবং প্রত্যেক প্রকার শোভাময় জোড়া (২১) উদ্গত করে আনলো (২২)।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّهٗ يُحْيِ الْمَوْتٰى وَاَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

৬. এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ই সত্য (২৩) এবং এ যে, তিনি মৃতকে জীবিত করবেন এবং এ যে, তিনি সবকিছু করতে পারেন।

وَّاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ ۝

৭. এবং এ জন্য যে, ক্বিয়ামত আগমনকারী, এতে কোন সন্দেহ নেই; এবং এ যে, আল্লাহ্ উঠাবেন তাদেরকে, যারা কবরে রয়েছে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ۝

৮. এবং কিছু লোক এমন আছে যে, আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমনিই তর্ক করে; তাদের না আছে জ্ঞান, না কোন প্রমাণ এবং না আছে কোন দীপ্তিমান লিপি (২৪)।

ثَانِيَ عِطْفِهٖ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ لَهٗ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّنُذِيْقُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۝

৯. সত্য থেকে আপন ঘাড় বাঁকা করে, যাতে আল্লাহ্র পথ থেকে ভ্রষ্ট করে দেয় (২৫)। তার জন্য পৃথিবীতে লাঞ্ছনা রয়েছে (২৬) এবং ক্বিয়ামত-দিবসে আমি তাকে আগুনের শাস্তি আস্বাদ করাবো (২৭)।

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدٰكَ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝

১০. এটা সেটারই পরিণাম যা তোমার হস্তদ্বয় আগে প্রেরণ করেছে (২৮)। এবং আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি যুলুম করেন না (২৯)।

রুকূ' - দুই

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ ۚ

১১. এবং কিছু লোক আল্লাহ্র ইবাদত এক দিক (দ্বিধা-দ্বন্দ্বে)-এর উপর করে (৩০);

টীকা-২১. অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকারের মনোরম তরুলতা

টীকা-২২. এসব প্রমাণ বর্ণনা করার পর এর ফলাফলের কথা বিন্যস্তরূপে উল্লেখ করা হচ্ছে-

টীকা-২৩. এবং এসব যা উল্লেখ করা হয়েছে- মানুষের জন্মবৃত্তান্ত, শুষ্ক ও তৃণহীন ভূমিকে তরুলতাময় ও শস্য-শ্যামলা করে দেয়া সবই তাঁর অস্তিত্ব ও প্রজ্ঞার প্রমাণই। এগুলো থেকে তাঁর অস্তিত্বও বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়।

টীকা-২৪. শানে নুযূলঃ এ আয়াত আবূ জাহ্ল প্রমুখের একটা কাফির দলের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা আল্লাহ্র গুণাবলী সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক করতো এবং তাঁর প্রতি এমন গুণাবলীর সম্বন্ধ রচনা করতো, যেগুলো তাঁর মহামর্যাদার জন্য শোভা পায় না। এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, মানুষের কোন কথাই জ্ঞান, সনদ ও দলীল ব্যতীত বলা উচিত নয়; বিশেষ করে, আল্লাহ্র শানে। বস্তুতঃ যে কোন কথা জ্ঞানীর বিরুদ্ধে অজ্ঞতাবশতঃ বলা যাবে তা অগ্রাহ্য হবে। অতঃপর সেটার উপর এ অনুমান ভিত্তিক কথা বলে, সেটার উপর জেদ ধরে এবং অহংকার করে

টীকা-২৫. এবং তাঁর দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দেয়,

টীকা-২৬. সুতরাং বদরের যুদ্ধে তারা লাঞ্ছনা ও অবমাননা সহকারে নিহত হয়েছিলো

টীকা-২৭. এবং তাকে বলা হবে-

টীকা-২৮. অর্থাৎ যা তুমি পৃথিবীতে করেছো কুফর ও অস্বীকার

টীকা-২৯. এবং কাউকেও বিনা দোষে পাকড়াও করেন না।

টীকা-৩০. তাতে প্রশান্ত মনে প্রবেশ করেনা এবং তাদের মনে স্থিরতা ও শান্তি অর্জিত হয়না; (বরং) দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে থাকে। যেভাবে পাহাড়ের কিনারায় দণ্ডায়মান ব্যক্তি কম্পিতাবস্থায় থাকে।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত একদল গ্রাম্য লোকের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ থেকে এসে মদীনা মুনাওয়ারায় প্রবেশ করতো। এবং

ইসলামগ্রহণ করতো। তাদের অবস্থা এ ছিলো যে, যদি তারা খুব সুস্থ থাকতো, সম্পদ বৃদ্ধি পেতো এবং পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করতো তবে বলতো "ইসলাম ভালো ধর্ম। এর ছায়াতলে এসে আমরা উপকৃত হয়েছি।"

কিন্তু যদি কোন বিষয় তাদের আশা-আকাংখার পরিপন্থী সংঘটিত হতো, যেমন- অসুস্থ হয়ে পড়তো কিংবা কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করতো অথবা সম্পদ হ্রাস পেতো তবে বলতো, "যখন থেকে আমরা এ দ্বীনে প্রবেশ করেছি তখন থেকেই আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি।" আর ধর্মত্যাগ করে বসতো। এ আয়াত এসব লোকের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে এখনো দ্বীনের উপর স্থিরতাই সৃষ্টি হয়নি। তাদের অবস্থা হচ্ছে এই-

টীকা-৩১. কোন প্রকার কষ্ট পেতো,

টীকা-৩২. ধর্মত্যাগী হয়ে যায় ও কুফরের প্রতি ফিরে যায়।

টীকা-৩৩. পার্থিব ক্ষতি তো এ যে, যা তাদের আশা ছিলো তা পূরণ হয়নি এবং ধর্মত্যাগী হবার কারণে তাদের রক্তপাত বৈধ হয়ে গেলো। আর পরকালের ক্ষতি হচ্ছে, 'চিরস্থায়ী শাস্তি।'

টীকা-৩৪. সে সব লোক ধর্মত্যাগী হবার পর মূর্তিপূজা করে এবং

টীকা-৩৫. কেননা, সেগুলো হচ্ছে প্রাণহীন।

টীকা-৩৬. অর্থাৎ যেটার পূজার কাল্পনিক উপকার থেকে সেটার পূজা করার

টীকা-৩৭. অর্থাৎ শাস্তি দুনিয়া ও আখিরাতের;

টীকা-৩৮. ঐ মূর্তি

টীকা-৩৯. অনুগতদেরকে পুরস্কার ও অবাধ্যদেরকে শাস্তি প্রদান করেন।

টীকা-৪০. হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

টীকা-৪১. আমি তাদের দ্বীনকে বিজয় দান করে,

টীকা-৪২. তাদের মর্যাদাসমূহ উন্নত করে,

টীকা-৪৩. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আপন নবীকে সাহায্য অবশ্যই করবেন। এর প্রতি যার বিদ্বেষ হয় সে যদি আপন চূড়ান্ত প্রচেষ্টা শেষ করে নেয় এবং এ জ্বালার মধ্যে মরেও যায় তবুও কিছুই করতে পারবে না।

টীকা-৪৪. মু'মিনদেরকে জান্নাত দান করবেন এবং কাফিরদেরকে- যে কোন প্রকারেরই হোক, জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।

টীকা-৪৫. হে সর্বাধিক সম্মানিত মাহবুব, সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম!

فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ⑪

يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ⑫

يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ ⑬

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ⑭

مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ⑮

وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ ⑯

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ⑰

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ

অতঃপর যদি কোন কল্যাণ হয়ে যায় তবে সে শান্তি লাভ করে এবং যদি কোন পরীক্ষা এসে পড়ে (৩১), তবে আপন মুখমণ্ডলের উপর ভর করে ফিরে যায় (৩২)। দুনিয়া ও আখিরাতে উভয়েরই ক্ষতি (৩৩); এটাই হচ্ছে সুস্পষ্ট ক্ষতি (৩৪)।

১২. আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কিছুর পূজা করে, যা তাদের ভাল মন্দ কিছুই করে না (৩৫)। এটাই হচ্ছে দূরের ভ্রান্তি।

১৩. তারা এমন কিছুরই পূজা করে যার উপকার থেকে (৩৬) ক্ষতির আশংকা বেশী (৩৭); নিশ্চয় (৩৮) কতই মন্দ এ অভিভাবক এবং নিশ্চয় কতই মন্দ সহচর।

১৪. নিশ্চয় আল্লাহ্ দাখিল করবেন তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে বাগানসমূহে, যে গুলোর পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। নিশ্চয় আল্লাহ্ করেন যা তিনি ইচ্ছা করেন (৩৯)।

১৫. যে এ কথা মনে করে যে, আল্লাহ্ আপন নবী (৪০)-এর সাহায্য করবেন না- দুনিয়ায় (৪১) ও আখিরাতে (৪২), তার উচিত যেন উপরের দিকে একটা রজ্জু টানে, অতঃপর সে নিজেকে ফাঁসি দিয়ে দেয়, অতঃপর দেখে নেয় যে, তার এ চক্রান্ত কিছুমাত্র দূর করেছে কিনা ঐ কথাকে যার প্রদাহ তার মধ্যে রয়েছে। (৪৩)।

১৬. এবং কথা হচ্ছে এ যে, আমি এ ক্বোরআন অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট নিদর্শনরূপে এবং এ যে, আল্লাহ্ পথ প্রদান করেন যাকে চান।

১৭. নিশ্চয় মুসলমান, ইহুদী, নক্ষত্রপূজারী, খৃষ্টান, অগ্নি পূজারী এবং মুশরিক; নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের সবার মধ্যে ক্বিয়ামতের দিন ফয়সালা করে দেবেন (৪৪)। নিশ্চয় প্রত্যেক কিছু আল্লাহ্‌র সম্মুখে রয়েছে।

১৮. আপনি কি দেখেন নি (৪৫) যে, আল্লাহ্‌র জন্য সাজদা করে যা কিছু আসমানসমূহে ও যমীনে রয়েছে এবং সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি,

টীকা-৪৬. বিনয়ের সাজদা', যেভাবে আল্লাহ্ চান

টীকা-৪৭. অর্থাৎ মু'মিনগণ। অধিকন্তু, বন্দেগী এবং ইবাদতের সাজদাও।

টীকা-৪৮. অর্থাৎ কাফিরগণ;

وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ ۗ وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۗ وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۩ ﴿١٨﴾

পর্বতমালা, গাছপালা, চতুষ্পদ জন্তু (৪৬) এবং অনেক মানুষ (৪৭)। আর অনেকে এমন রয়েছে, যাদের উপর শাস্তি অবধারিত হয়েছে (৪৮); আর যাকে আল্লাহ্ হেয় করেন (৪৯) তাকে কেউ সম্মানদাতা নেই; নিশ্চয় আল্লাহ্ যা চান তাই করেন।

সাজদাহ-৭

هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ ۫ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ ۗ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ ﴿١٩﴾

১৯. এরা দু'টি দল (৫০), যারা তাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করেছে (৫১); সুতরাং যারা কাফির হয়েছে তাদের জন্য আগুনের কাপড় কর্তন করা হয়েছে (৫২) এবং তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে (৫৩)।

يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ ﴿٢٠﴾

২০. যা দ্বারা বিগলিত হবে যা কিছু তাদের উদরে থাকে এবং তাদের চর্মসমূহ (৫৪)।

وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ﴿٢١﴾

২১. এবং তাদের জন্য লোহার মুদ্গর রয়েছে (৫৫)।

كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا ۗ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿٢٢﴾

২২. যখন যন্ত্রণার কারণে তা থেকে বের হতে চাইবে (৫৬) তখন তাতে আবার ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং নির্দেশ হবে- 'আস্বাদ করো আগুনের শাস্তি!'

রুকূ' - তিন

اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ۗ وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ﴿٢٣﴾

২৩. নিশ্চয় আল্লাহ্ দাখিল করবেন, তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, বেহেশ্‌তসমূহে যেগুলোর পাদদেশে নদীসমূহ প্রবহমান; তাতে পরানো হবে স্বর্ণের কঙ্কণ ও মুক্তা (৫৭); এবং সেখানে তাদের পোশাক হবে (৫৮) রেশমের।

وَهُدُوْٓا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَهُدُوْٓا اِلٰى صِرَاطِ الْحَمِيْدِ ﴿٢٤﴾

২৪. এবং তাদেরকে পবিত্র বাক্যের প্রতি পথ-প্রদর্শন করা হয়েছে (৫৯); এবং তাদেরকে সমস্ত প্রশংসায় প্রশংসিত আল্লাহ্‌র পথ প্রদর্শন করা হয়েছে (৬০)।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِيْ جَعَلْنٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءَ

২৫. নিশ্চয় ঐসব লোক যারা কুফর করেছে এবং নিবৃত্ত রাখে আল্লাহ্‌র পথ (৬১) ও ঐ সম্মানিত মসজিদ থেকে (৬২), যাকে আমি সমস্ত লোকের জন্য স্থির করেছি যে, তাতে

টীকা-৪৯. তার দুর্ভাগ্যের কারণে।

টীকা-৫০. অর্থাৎ মু'মিনগণ এবং পাঁচ প্রকারের কাফির, যাদের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

টীকা-৫১. অর্থাৎ তার দ্বীন সম্পর্কে এবং তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে।

টীকা-৫২. অর্থাৎ আগুন তাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলবে।

টীকা-৫৩. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা বলেন, "এমন প্রচণ্ড গরম যে, যদি সেটার একটা বিন্দু পরিমাণও দুনিয়ার পর্বতমালার উপর নিক্ষেপ করা হয়, তবে তা সেগুলোকে বিগলিত করে ফেলবে।

টীকা-৫৪. হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, অতঃপর তাদেরকে অনুরূপই করে দেয়া হবে। (তিরমিযী)

টীকা-৫৫. যেগুলো দ্বারা তাদের প্রহার করা হবে।

টীকা-৫৬. অর্থাৎ দোযখের ভেতর থেকে। তখন মুদ্গরগুলো দিয়ে আঘাত করে,

টীকা-৫৭. এমনই যে, সেগুলোর চমক পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত আলোকিত করে ফেলে। (তিরমিযী)

টীকা-৫৮. যা পরিধান করা পুরুষের জন্য দুনিয়ায় হারাম। বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়- বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি দুনিয়ায় রেশম পরিধান করে, সে পরকালে পরতে পারবে না।"

টীকা-৫৯. অর্থাৎ পৃথিবীতে। আর 'পবিত্র বাক্য' দ্বারা 'তাওহীদের কলেমা' বুঝানো হয়েছে। কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন, তা দ্বারা 'ক্বোরআন' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৬০. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দ্বীন 'ইসলাম'।

টীকা-৬১. অর্থাৎ তাঁর দ্বীন ও তাঁর বন্দেগী থেকে

টীকা-৬২. অর্থাৎ তাতে দাখিল হওয়া থেকে।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত সুফিয়ান ইবনে হারব প্রমুখের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে মক্কা-মুকার্‌রমায় প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছিলো। 'মসজিদুল হারাম' (বা সম্মানিত মসজিদ) দ্বারা হয়ত বিশেষ করে কা'বা-ই-মু'আয্‌যমাহ্‌র কথা বুঝানো হয়েছে। যেমন, ইমাম শাফে'ঈ রাহ্‌মাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেছেন। এতদ্‌ভিত্তিতে, অর্থ এ দাঁড়াবে যে, তা সমস্ত লোকের ক্বিবলা। সেখানকার অধিবাসী ও তাতে বিদেশী সবাই সমান। সবার জন্য সেটার প্রতি সম্মান বজায় রাখা এবং তাতে হজ্জের বিধানাবলী পালন করা একই সমান। আর তাওয়াফ ও নামাজের ফযীলতের মধ্যেও সেই শহরবাসী ও বহিরাগতদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আর ইমাম আ'যম আবূ হানীফা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুর মতে, এখানে 'মসজিদুল হারাম' দ্বারা 'মক্কা মুকার্‌রামাহ্‌' বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ পূর্ণ হেরম শরীফ বুঝানো হয়েছে। এতদ্‌ভিত্তিতে অর্থ এ দাঁড়াবে যে, হেরম শরীফ শহরবাসী ও বহিরাগত সবার জন্যই এক সমান। এতে বসবাস করা ও অবস্থান করার সবারই অধিকার আছে। তাছাড়া, কেউ কাউকে বের করতে পারবে না। এ কারণে ইমাম আ'যম সাহেব (রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি) মক্কা মুকার্‌রামার জমি বিক্রয় ও ভাড়া দেয়া নিষিদ্ধ করেন। যেমন– হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়– বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, 'মক্কা মুকার্‌রামাহ্‌' হচ্ছে 'হারাম'– সেখানকার জমি বিক্রয় করা যাবে না। (তাফসীর-ই-আহমদী)

টীকা-৬৩. ' بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ ' অর্থাৎ 'অন্যায়ভাবে সীমালংঘন' দ্বারা হয়ত 'শির্ক ও মূর্তি পূজা'-এর কথা বুঝানো হয়েছে। কোন কোন তাফসীরকারক বলেন, 'প্রত্যেক নিষিদ্ধ কথা ও কাজ' বুঝানো হয়েছে। এমনকি 'সেবককে গালি দেয়া'ও পর্যন্ত। কেউ কেউ বলেন, তার অর্থ হচ্ছে– 'হেরম'-এর অভ্যন্তরে ইহরাম ব্যতীত প্রবেশ করা; অথবা 'হেরম'-এ যা কিছু নিষিদ্ধ তা সম্পন্ন করা; যেমন– শিকারের পশু হত্যা করা ও গাছপালা কাটা ইত্যাদি।' হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা বলেন– "অর্থ এই যে, 'যে তোমাকে হত্যা করেনা তাকে হত্যা করা'; অথবা 'যে তোমার প্রতি অত্যাচার করেনা, তুমি তার প্রতি অত্যাচার করা।'

وَالْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ۚ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾

সমান অধিকার রয়েছে সেখানকার অধিবাসী ও বহিরাগতদের জন্য। আর যে কেউ তাতে যে কোন সীমালংঘনের অসৎ ইচ্ছা করে, আমি তাকে মর্মন্তুদ শাস্তির আস্বাদন করাবো (৬৩)।

রুকূ' - চার

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿٢٦﴾

২৬. এবং যখন আমি ইব্রাহীমকে ঐ ঘরের ঠিকানা সঠিকভাবে বলে দিয়েছি (৬৪) এবং নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার কোন শরীক স্থির করোনা এবং আমার ঘরকে পবিত্র রাখো (৬৫) তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী ও রুকূ'-সাজদাকারীদের জন্য (৬৬)।

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾

২৭. এবং মানুষের মধ্যে হজ্জের সাধারণ ঘোষণা করে দাও (৬৭), তারা তোমার নিকট উপস্থিত হবে পদব্রজে ও প্রত্যেক ক্ষীণকায় উটনীর পিঠে করে, যা দূর-দূরান্তরের পথ থেকে আসে (৬৮)।

শানে নুযূলঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা থেকে বর্ণিত– নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ্ ইবনে আনীসকে দু'জন লোক সহকারে পাঠিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন মুহাজির আর অপরজন ছিলেন আন্‌সারী। তাঁরা আপন আপন বংশের গৌরব বর্ণনা করলেন। তখন আবদুল্লাহ্ ইবনে আনীসের মধ্যে ক্রোধের সঞ্চার হলো এবং সে আন্‌সারীকে হত্যা করে ফেললো আর নিজে ধর্মত্যাগী হয়ে মক্কা মুকার্‌রমার দিকে পলায়ন করলো। তার প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৬৪. কা'বাশরীফের নির্মাণকালঃ সর্ব প্রথম কা'বার ইমারত হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম নির্মাণ করেছিলেন। হযরত নূহ্ আলায়হিস্ সালামের তুফানের সময় তা আসমানের উপর তুলে নেয়া হয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা একটা বায়ু নিয়োগ করলেন, যা সেটার স্থানকে পরিষ্কার করে দিয়েছিলো।

অপর এক অভিমত হচ্ছে– আল্লাহ্ তা'আলা একটা মেঘখণ্ড প্রেরণ করলেন, যা বিশেষ করে ঐ ভূ-খণ্ডের সম্মুখস্থ ছিলো, যেখানে কা'বা মু'আয্‌যমাহ্‌র ইমারত ছিলো। এভাবে হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর জন্য কা'বা শরীফের স্থান বর্ণনা করা হয়েছে। আর তিনিও কা'বার প্রাচীন ভিত্তির উপর সেটার ইমারত নির্মাণ করেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে ওহী করলেন।

টীকা-৬৫. শির্ক থেকে, মূর্তি থেকে এবং প্রত্যেক প্রকারের অপবিত্রতা থেকে

টীকা-৬৬. অর্থাৎ নামাযীদের জন্য।

টীকা-৬৭. অতএব, হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম আবূ ক্বোবায়স পাহাড়ের উপর আরোহণ করে বিশ্বের লোকদেরকে আহ্বান করলেন, "আল্লাহ্‌র ঘরের হজ্জ্ করো, হজ্জ্ করার যাদের সামর্থ্য আছে।" তারা পিতৃকুলের পিঠ ও মায়েদের গর্ভ থেকে সাড়া দিয়ে বললো, " لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ " (লাব্বায়ক আল্লাহুম্মা লাব্বায়ক! অর্থাৎ হাযির, হে খোদা, হাযির।)। হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুর অভিমত হচ্ছে– এ আয়াতের মধ্যে 'أَذِّنْ' (আহ্বান করো!) দ্বারা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। সুতরাং বিদায় হজ্জের সময় হুযূর (দঃ) ঘোষণা করে দিলেন ও এরশাদ করলেন, "হে লোকেরা! আল্লাহ্ তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন। সুতরাং তোমরা হজ্জ পালন করো।"

টীকা-৬৮. এবং অধিক ভ্রমণ ও সফরের কারণে ক্ষীণকায় হয়ে যায়।

টীকা-৬৯. ধর্মীয়ও, পার্থিবও, যা শুধু এ ইবাদতের সাথেই নির্দিষ্ট, অন্য কোন ইবাদতের মধ্যে পাওয়া যায়না

টীকা-৭০. যবেহ্ করার সময়

টীকা-৭১. 'জ্ঞাত দিনগুলো' দ্বারা 'যিলহজ্জ্ মাসের (প্রথম) দশ দিন' বুঝানো হয়েছে। যেমন- হযরত আলী, হযরত ইবনে আব্বাস, হাসান ও ক্বাতাদাহ্ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুম)-এর অভিমত। আর এটাই আমাদের ইমাম আ'যম হযরত আবূ হানীফা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর অভিমত। আর 'সাহেবাঈন' (হযরত ইমাম আবূ য়ূসুফ ও হযরত ইমাম মুহাম্মদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা)-এর মতে, 'জ্ঞাত দিনগুলো' দ্বারা 'ক্বোরবানীর দিনগুলো' বুঝানো হয়েছে। এটা অভিমত হচ্ছে হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমার। বস্তুতঃ প্রত্যেকটি অভিমতের ভিত্তিতে এখানে উক্ত 'দিনগুলো' দ্বারা বিশেষ করে 'ঈদের দিন' বুঝানো হয়েছে। (তাফসীর-ই-আহ্মদী)

২৮. যাতে তারা আপন আপন উপকার পায় (৬৯) এবং আল্লাহ্‌র নাম নেয় (৭০) জ্ঞাত দিনগুলোতে (৭১) এর উপর যে, তাদেরকে জীবনোপকরণরূপে প্রদান করেছেন বাকশক্তিহীন চতুষ্পদ জন্তু (৭২)। অতঃপর তা থেকে তোমরা আহার করো এবং বিপদগ্রস্ত দরিদ্রকে আহার করাও (৭৩)।

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾

২৯. অতঃপর যেন তারা নিজেদের ময়লা-আবর্জনা দূর করে (৭৪) এবং নিজেদের মান্নতসমূহ পূর্ণ করে (৭৫) ও এই আযাদ ঘরের তাওয়াফ করে (৭৬)।

ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾

৩০. কথা হচ্ছে এই এবং যে কেউ আল্লাহ্‌র সম্মানিত বস্তুগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে (৭৭), তবে তা তার জন্য তার প্রতিপালকের নিকট উত্তম; এবং তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে বাকশক্তিহীন চতুষ্পদ জন্তুগুলো (৭৮) ঐগুলো ব্যতীত যেগুলোর নিষেধ তোমাদেরকে পাঠ করে শুনানো হয় (৭৯); সুতরাং দূরে থাকো মূর্তিগুলোর অপবিত্রতা থেকে (৮০) এবং বেঁচে থাকো মিথ্যা কথা থেকে,

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿٣٠﴾

৩১. এক আল্লাহ্‌র হয়ে; তাঁর সাথে অন্য কাউকেও শরীক স্থির করোনা; এবং যে কেউ আল্লাহ্‌র শরীক করে সে যেন পতিত হলো আস্‌মান থেকে, অতঃপর পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায় (৮১) অথবা বায়ু তাকে কোন দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করে (৮২)।

حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿٣١﴾

টীকা-৭২. উট, গরু, ছাগল ও ভেড়া।

টীকা-৭৩. নফল, তামাত্তু, ক্বিরান এবং এমন প্রত্যেক ক্বোরবানীর পশু থেকে, যেগুলোর কথা আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, আহার করা বৈধ, অবশিষ্ট ক্বোরবানীর পশুগুলো থেকে বৈধ নয়। (তাফসীর-ই-আহ্মদী ও মাদারিক)

টীকা-৭৪. গোঁফ ছেঁটে নেয়, নখ কেটে ফেলে, বগল ও নাভীর নিম্নস্থ কেশ দূর করে

টীকা-৭৫. যেগুলো তারা করেছে

টীকা-৭৬. এটা দ্বারা 'তাওয়াফ-ই-যিয়ারত' বুঝানো হয়েছে।

হজ্জের মাসা-ইল বিস্তারিতভাবে সূরা বাক্বারা, দ্বিতীয় পারায় উল্লেখ করা হয়েছে।

টীকা-৭৭. অর্থাৎ তাঁর বিধানাবলী'র প্রতি; চাই সেগুলো হজ্জের বিধানাবলী হোক, কিংবা সেগুলো ছাড়া অন্য কিছু হোক।

কোন কোন তাফসীরকারক তা থেকে 'হজ্জের বিধানাবলী'-এর অর্থ গ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ 'বায়ত-ই-হারাম' (সম্মানিত ঘর কা'বা) 'মাশ্'আর-ই-হারাম' (মুযদালিফা), 'শাহর-ই-হারাম' (সম্মানিত মাস মুহর্‌রম ইত্যাদি), 'বালাদ-ই-হারাম' (সম্মানিত শহর) এবং 'মসজিদ-ই-হারাম' -এর অর্থ গ্রহণ করেছেন।

টীকা-৭৮. যাতে তোমরা সেগুলোকে যবেহ করে আহার করো

টীকা-৭৯. 'ক্বোরআন-ই-পাক'-এর মধ্যে। যেমন সূরা মা-ইদার আয়াত' حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ '-এর মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে।

টীকা-৮০. যেগুলোর পূজা করা নিকৃষ্টতম আবর্জনাযুক্ত হবারই নামান্তর।

টীকা-৮১. এবং টুকরা টুকরা করে খেয়ে ফেলে

টীকা-৮২. অর্থ এ যে, শির্ককারী আপন আত্মাকে জঘন্যতম ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করে। ঈমানকে উচ্চতার মধ্যে আসমানের সাথে তুলনা করা হয়েছে, আর ঈমান বর্জনকারীকে আসমান থেকে পতনশীল ব্যক্তির সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর তার মনের ঐ কুপ্রবৃত্তিসমূহকে, যেগুলো তার চিন্তাধারাকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়, একেকটি টুকরা ছোঁ মেরে নিয়ে যায় এমন পাখীর সাথে এবং শয়তানদেরকে, যারা তাকে পথভ্রষ্টতার উপত্যকায় নিয়ে নিক্ষেপ করে, বাতাসের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর এমন উৎকৃষ্ট উপমা দ্বারা শির্কের অশুভ পরিণাম সম্পর্কে বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৮৩. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন, "আল্লাহর নিদর্শনসমূহ দ্বারা ক্বোরবানীর মোটাতাজা উট, গাভী এবং ক্বোরবানীর অন্যান্য পশুগুলো বুঝানো হয়েছে। আর সেগুলোর সম্মান করা হচ্ছে মোটাতাজা, সুন্দর ও দামী পশু নিয়ে যাওয়া।

টীকা-৮৪. প্রয়োজনীয় মুহূর্তে সেগুলোর পিঠে আরোহণ করা ও প্রয়োজনের সময় সেগুলোর দুধ পান করার

টীকা-৮৫. অর্থাৎ সেগুলো যবেহ্ করার সময় পর্যন্ত;

টীকা-৮৬. অর্থাৎ হেরম শরীফ পর্যন্ত, যেখানে সেগুলো যবেহ করা হয়।

টীকা-৮৭. পূর্ববর্তী ঈমানদার উম্মতদের থেকে-

টীকা-৮৮. সেগুলো যবেহ করার সময়;

টীকা-৮৯. সুতরাং যবেহ করার সময় শুধু তাঁরই নাম নাও। এ আয়াতে প্রমাণ রয়েছে এর উপর যে, আল্লাহর নাম স্মরণ করা যবেহের জন্য পূর্বশর্ত। আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক উম্মতের জন্য নির্দ্ধারিত করে দিয়েছেন যেন তাঁরই জন্য তাঁরই নৈকট্য লাভের উপায় স্বরূপ ক্বোরবানী করে, আর যেন সমস্ত ক্বোরবানীর উপর তাঁরই নাম নেয়া হয়।

টীকা-৯০. এবং নিষ্ঠার সাথে তাঁর আনুগত্য করো;

টীকা-৯১. তাঁর ভয় ও মহত্ত্বের কারণে

টীকা-৯২. অর্থাৎ সাদ্ক্বাহ্ প্রদান করে।

টীকা-৯৩. অর্থাৎ তাঁর দ্বীনের নিদর্শনসমূহের অন্যতম।

টীকা-৯৪. দুনিয়ায় উপকার এবং আখিরাতে পুরস্কার ও সাওয়াব;

টীকা-৯৫. সেগুলো যবেহ করার সময় এমতাবস্থায় যে, সেগুলো হয়-

টীকা-৯৬. উট যবেহ করার এটাই সুন্নাতসম্মত নিয়ম;

টীকা-৯৭. অর্থাৎ যবেহ করার পর সেগুলোর পার্শ্বদেশ মাটিতে পড়ে যায় ও সেগুলোর নড়াচড়া থেমে যায়

টীকা-৯৮. যদি তোমরা চাও

টীকা-৯৯. অর্থাৎ ক্বোরবানীকারীগণ শুধু নিয়ত বা উদ্দেশ্যের মধ্যে নিষ্ঠা ও তাক্বওয়ার শর্তাবলীর প্রতি যত্নবান হলেই আল্লাহ্ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করতে পারে।

ذٰلِكَ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ۝

৩২. কথা হচ্ছে এই যে, যে কেউ আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে সম্মান করে, তবে এটা হচ্ছে- অন্তরগুলোর পরহেয্গারীর লক্ষণ (৮৩)।

لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَآ اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ۝

৩৩. তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুগুলোর মধ্যে অনেক উপকার রয়েছে (৮৪) একটা নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত (৮৫); অতঃপর সেগুলো পৌঁছে এ আযাদগৃহ পর্যন্ত (৮৬)।

রুকূ' - পাঁচ

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗٓ اَسْلِمُوْا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ ۝

৩৪. এবং প্রত্যেক উম্মতের (৮৭) জন্য আমি একটা ক্বোরবানী নির্দ্ধারিত করেছি যেন তারা আল্লাহর নাম নেয় তাঁর প্রদত্ত বাকশক্তিহীন চতুষ্পদ পশুগুলোর উপর (৮৮); অতএব, তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্যই (৮৯); সুতরাং তাঁরই সম্মুখে আত্মসমর্পন করো (৯০); এবং হে মাহবূব! সুসংবাদ শুনিয়ে দিন সেই বিনীত লোকদেরকে-

الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَآ اَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِي الصَّلٰوةِ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝

৩৫. (যারা এমন সব লোক) যে, যখন আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয় তখন তাদের হৃদয় ভয়-কম্পিত হতে থাকে (৯১) এবং যে কোন বিপদাপদ এসে পড়ে তা সহ্যকারী ও নামায প্রতিষ্ঠাকারী; এবং আমার প্রদত্ত সম্পদ থেকে ব্যয় করে (৯২)।

وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

৩৬. এবং ক্বোরবানীর মোটাতাজা পশু উট ও গাভীকে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম করেছি (৯৩)। তোমাদের জন্য সেগুলোর মধ্যে কল্যাণ রয়েছে (৯৪); সুতরাং সেগুলোর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করো (৯৫) এক পা বাঁধা, তিন পায়ে দণ্ডায়মান (অবস্থায়) (৯৬); অতঃপর যখন সেগুলোর পার্শ্বদেশ পড়ে যায় (৯৭) তখন সেগুলো থেকে নিজেরা আহার করো (৯৮) এবং ধৈর্য সহকারে উপবিষ্ট ও ভিক্ষাকারীকে আহার করাও। এভাবেই আমি সেগুলোকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি, যাতে তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার করো।

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى

৩৭. আল্লাহর নিকট কখনো না সেগুলোর মাংস পৌঁছে, না সেগুলোর রক্ত; হাঁ, তোমাদের খোদাভীরুতা তাঁর নিকট পর্যন্ত পৌঁছে থাকে (৯৯)। এভাবেই আমি সেগুলোকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি, যাতে তোমরা আল্লাহর

শানে নুযূলঃ অন্ধকার যুগের কাফিরগণ আপন আপন ক্বোরবানীগুলোর রক্ত দ্বারা কা'বা মু'আয্যমার দেয়ালগুলোকে রঞ্জিত করতো আর এ কাজকে তারা আল্লাহ্‌র নৈকট্যের উপায় মনে করতো। এর খণ্ডনে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-১০০. সাওয়াবের।

টীকা-১০১. এবং তাদের সাহায্য করেন।

টীকা-১০২. অর্থাৎ কাফিরদেরকে; যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি অবিশ্বস্ততা (খেয়ানত) ও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহগুলোর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

মহত্ব ঘোষণা করো এর উপর যে, তিনি তোমাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করেছেন; এবং হে মাহবূব! সুসংবাদ শুনান সৎকর্মপরায়ণদেরকে (১০০)।

مَا هَدٰىكُمْ ۗ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۳۷﴾

৩৮. নিশ্চয় আল্লাহ্ বালা-মুসীবতসমূহকে দূরীভূত করেন মুসলমানদের (১০১)। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালবাসেন না প্রত্যেক বড় ধোকাবাজ, অকৃতজ্ঞকে (১০২)।

اِنَّ اللّٰهَ يُدٰفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ ﴿۳۸﴾

রুকূ' – ছয়

৩৯. অনুমতি দেয়া হয়েছে তাদেরকে, যাদের বিরুদ্ধে কাফিরগণ যুদ্ধ করে (১০৩) এতদ্‌ভিত্তিতে যে, তাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে (১০৪) এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করার উপর অবশ্যই শক্তিমান।

اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ۙ ﴿۳۹﴾

৪০. ঐসব লোক, যাদেরকে আপন ঘর-বাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে বের করে দেয়া হয়েছে (১০৫) শুধু এতটুকু কথার উপর যে, তারা বলেছে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ (১০৬)।' এবং আল্লাহ্ যদি মানুষের মধ্যে একে অপর দ্বারা প্রতিহত না করতেন (১০৭), তবে অবশ্যই ভূমিষ্যাৎ করে দেয়া হতো খানকাহ্‌সমূহ (১০৮), গীর্জা (১০৯), উপাসনালয় (১১০) এবং মসজিদসমূহকে (১১১), যেগুলোতে আল্লাহ্‌র নাম ব্যাপকভাবে নেয়া হয় এবং নিশ্চয় নিশ্চয় আল্লাহ্ সাহায্য করবেন তারই, যে তাঁর দ্বীনের সাহায্য করবে, নিশ্চয় নিশ্চয় আল্লাহ্ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّآ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ۗ وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿۴۰﴾

৪১. সেসব লোক যে, যদি আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করি (১১২), তবে তারা নামায কায়েম রাখবে, যাকাত দেবে, সৎকর্মের

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا

টীকা-১০৩. জিহাদের।

টীকা-১০৪. শানে নুযূলঃ মক্কার কাফিরগণ আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদেরকে দৈনন্দিন হাতে ও মুখে খুব কষ্ট দিতো এবং দুঃখ পৌঁছাতো। আর সাহাবীগণ হুযূরের দরবারে এমতাবস্থায় পৌঁছতেন যে, কারো মাথা ফাটা, কারো হাত ভাঙ্গা, কারো পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। প্রত্যহ এ ধরণের বিভিন্ন অভিযোগ পবিত্রতম দরবারে আসতো। আর সম্মানিত সাহাবীগণ হুযূরের দরবারে কাফিরদের বিভিন্ন অত্যাচারের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করতেন। হুযূর এটাই বলতেন, "ধৈর্য ধারণ করো। আমাকে এখনো জিহাদের নির্দেশ দেয়া হয়নি।" যখন হুযূর মদীনা তৈয়্যবায় হিজরত করলেন তখন এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। বস্তুতঃ এটা প্রথম আয়াত, যাতে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

টীকা-১০৫. এবং মাতৃভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে

টীকা-১০৬. এবং এ বাণী সত্য। আর সত্যের কারণে নিশ্চয় ঘর-বাড়ী থেকে বহিষ্কার করা ও দেশান্তর করা অন্যায়।

টীকা-১০৭. জিহাদের অনুমতি দিয়ে ও শাস্তির বিধান কায়েম করে, তা'হলে ফল এই হতো যে, মুশরিকদের দাপট চরমে পৌঁছতো, কোন দ্বীন বা ধর্মাবলম্বী তাদের অত্যাচারের কবল থেকে রক্ষা পেতো না।

টীকা-১০৮. সংসার বিরাগী খৃষ্টান ধর্মযাজকের,

টীকা-১০৯. খৃষ্টানদের,

টীকা-১১০. ইহুদীদের

টীকা-১১১. মুসলমানদের,

টীকা-১১২. এবং তাদেরকে তাদের শত্রুদের মুকাবিলায় সাহায্য করি,

টীকা-১১৩. এতে খবর দেয়া হয়েছে যে, ভবিষ্যতে মুহাজিরদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতা প্রদান করার পর তাদের চরিত্র এমনই পবিত্র ও নিষ্কলুষ থাকবে। আর তাঁরা দ্বীনের কার্যাদিতে নিষ্ঠার সাথে রত থাকবেন। এতে হিদায়তের উজ্জ্বল প্রতীক খোলাফায়ে রাশেদীনের ন্যায়পরায়ণতা ও তাঁদের তাক্বওয়া ও পরহেজগারীর প্রমাণ মিলে, যাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিষ্ঠা ও শাসন ক্ষমতা দান করেছেন এবং ন্যায়বানের চরিত্র দান করেছেন।

টীকা-১১৪. হে হাবীবে আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম!

টীকা-১১৫. হযরত হূদের সম্প্রদায়

بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

নির্দেশ দেবে এবং অসৎকর্ম থেকে বিরত রাখবে (১১৩); এবং আল্লাহ্‌রই জন্য সমস্ত কর্মের পরিণাম।

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ ﴿٤٢﴾

৪২. এবং যদি এরা আপনাকে অস্বীকার করে (১১৪), তবে নিঃসন্দেহে তাদের পূর্বে অস্বীকার করেছিলো নূহের সম্প্রদায় এবং 'আদ (১১৫) ও সামূদ (১১৬)।

وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿٤٣﴾

৪৩. এবং ইব্রাহীমের সম্প্রদায় ও লূতের সম্প্রদায়

وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ۖ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٤﴾

৪৪. এবং মাদ্‌য়ানবাসীরা (১১৭); এবং মূসাকে অস্বীকার করা হয়েছে (১১৮); অতঃপর আমি কাফিরদেরকে অবকাশ দিয়েছি (১১৯); অতঃপর তাদেরকে পাকড়াও করেছি (১২০); অতএব, কেমন হয়েছে আমার শাস্তি (১২১)!

فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ﴿٤٥﴾

৪৫. এবং কত বস্তিই আমি ধ্বংস করে দিয়েছি (১২২) যেহেতু তারা যালিম ছিলো (১২৩)। সুতরাং এখন সেগুলো আপন ছাদসমূহের উপর ধ্বসে পড়েছে এবং কত কূপ ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে (১২৪) আর কত পলস্তারাকৃত প্রাসাদও (১২৫)।

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٤٦﴾

৪৬. তবে কি তারা ভূ-পৃষ্ঠে ভ্রমণ করেনি (১২৬)? তা হলে তাদের থাকতো অন্তর, যেগুলো দ্বারা তারা বুঝতো (১২৭), অথবা থাকতো কান, যেগুলো দ্বারা শুনতো (১২৮)। তবে (ব্যাপার) এ যে, চক্ষুসমূহ অন্ধ হয়না (১২৯), বরং ঐ সমস্ত অন্তর অন্ধ হয়, যেগুলো বক্ষসমূহে রয়েছে (১৩০)।

টীকা-১১৬. হযরত সালিহের সম্প্রদায়।

টীকা-১১৭. অর্থাৎ হযরত শু'আয়বের সম্প্রদায়;

টীকা-১১৮. এখানে 'মূসার সম্প্রদায়' বলেননি। কেননা, হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের সম্প্রদায় বনী ইস্রাঈল তাঁকে অস্বীকার করেনি, এবং ফির'আউনের সম্প্রদায় ক্বিবতীগণই হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে অস্বীকার করেছিলো।

বস্তুতঃ এসব সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করা এবং প্রত্যেকে আপন আপন নবীকে অস্বীকার করার বর্ণনা করা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মনে শান্তনা প্রদানের জন্যই। এটা কাফিরদের প্রাচীন প্রথা। পূর্ববর্তী নবীগণের সাথেও তাদের (উম্মতগণ) এ নিকৃষ্ট নিয়ম চলে এসেছে।

টীকা-১১৯. এবং তাদের শাস্তিকে বিলম্বিত করেছি এবং তাদেরকে অবকাশ দিয়েছি;

টীকা-১২০. এবং তাদের কুফর ও অবাধ্যতার শাস্তি দিয়েছি;

টীকা-১২১. তাঁকে অস্বীকারকারীদের উচিৎ যেন তারা নিজেদের পরিণামের কথা ভেবে দেখে এবং শিক্ষা গ্রহণ করে।

টীকা-১২২. এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি,

টীকা-১২৩. অর্থাৎ সেখানকার অধিবাসীগণ কাফির ছিলো।

টীকা-১২৪. অর্থাৎ সেগুলো থেকে পানি সংগ্রহ করার কেউ নেই

টীকা-১২৫. ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে আছে।

টীকা-১২৬. অর্থাৎ কাফিরগণ, যাতে তারা এ সব অবস্থা স্বচক্ষে দেখতো।

টীকা-১২৭. যে, নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-কে অস্বীকার করার পরিণাম কি হয়েছে এবং শিক্ষা গ্রহণ করতো,

টীকা-১২৮. পূর্ববর্তী উম্মতগণের অবস্থাদি এবং তাদের ধ্বংস হওয়া ও তাদের বস্তিসমূহ বিধ্বস্ত হওয়ার কথা, যাতে তা দ্বারা শিক্ষা অর্জিত হতো।

টীকা-১২৯. অর্থাৎ কাফিরদের বাহ্যিক অনুভূতিশক্তি নিষ্ক্রিয় হয়নি। তারা ঐসব চক্ষু দ্বারা দেখার বস্তুসমূহ দেখতে পায়।

টীকা-১৩০. এবং অন্তরসমূহ অন্ধ হওয়া এক মহা অভিশাপ। এর কারণে মানুষ দ্বীনের পথ পাওয়া থেকে বঞ্চিত থাকে।

টীকা-১৩১. অর্থাৎ মক্কার কাফিরগণ, যেমন– নাযার ইবনে হারিস প্রমুখ। আর এই 'ত্বরা করা' তাদের ঠাট্টার সূত্রেই ছিলো।

টীকা-১৩২. এবং অবশ্যই ওয়াদা অনুসারে শাস্তি অবতীর্ণ করবেন। সুতরাং এ প্রতিশ্রুতি বদরের যুদ্ধে পূর্ণ হয়েছিলো।

টীকা-১৩৩. পরকালে শাস্তির

টীকা-১৩৪. সুতরাং এসব কাফির কি বুঝেসুঝে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলছে?

৪৭. এবং এরা আপনার নিকট শাস্তি চাওয়ার ব্যাপারে ত্বরা করছে (১৩১) এবং আল্লাহ্ কখনো আপন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন না (১৩২); এবং নিশ্চয় আপনার প্রতিপালকের নিকট (১৩৩) একটি দিন এমন রয়েছে, যেমন– তোমাদের গণনার মধ্যে হাজার বছর (১৩৪)।

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ ۚ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ﴿٤٧﴾

৪৮. এবং কত বস্তি, যেগুলোকে আমি অবকাশ দিয়েছি এমতাবস্থায় যে, তারা যালিম ছিলো। অতঃপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি (১৩৫); এবং আমারই প্রতি প্রত্যাবর্তন করে আসতে হবে (১৩৬)।

وَكَأَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا ۚ وَإِلَيَّ الْمَصِيْرُ ﴿٤٨﴾

রুকূ' – সাত

৪৯. আপনি বলে দিন, 'হে লোকেরা! আমি তো এ যে তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারী হই।'

قُلْ يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَآ أَنَا لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٤٩﴾

৫০. সুতরাং যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা (১৩৭)।

فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿٥٠﴾

৫১. এবং ঐসব লোক, যারা প্রচেষ্টা চালায় আমার আয়াতসমূহের মধ্যে হার-জিতের উদ্দেশ্যে (১৩৮); তারা জাহান্নামী।

وَالَّذِيْنَ سَعَوْا فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿٥١﴾

৫২. এবং আমি আপনার পূর্বে যত রসূল কিংবা নবী প্রেরণ করেছি (১৩৯) সবার উপর কখনো এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে যে, যখনই তারা পাঠ করেছে, তখন শয়তান তাদের পড়ার মধ্যে মানুষের উপর কিছু নিজ থেকে সংযোজন করে দিয়েছে; অতঃপর মুছে দেন আল্লাহ্ ঐ শয়তানের সংযোজিত অংশটুকু, অতঃপর আল্লাহ্ আপন আয়াতসমূহকে মজবুত করে দেন (১৪০); এবং আল্লাহ্ জ্ঞানবান, প্রজ্ঞাময়।

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ إِلَّآ إِذَا تَمَنّٰىٓ أَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِيْٓ أُمْنِيَّتِهٖ ۚ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٥٢﴾

৫৩. যাতে শয়তানের সংযোজিত বিষয়কে 'ফিত্না' করে দেন (১৪১) তাদের জন্য যাদের

لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً

টীকা-১৩৫. এবং দুনিয়ার তাদের প্রতি শাস্তি অবতীর্ণ করেছি।

টীকা-১৩৬. আখিরাতে।

টীকা-১৩৭. যা কখনো নিঃশেষ হবে না। তা হচ্ছে জান্নাত।

টীকা-১৩৮. যে, কখনো সেসব আয়াতকে 'যাদু' বলে, কখনো 'কবিতা', কখনো বলে 'পূর্ববর্তীদের কিস্সা-কাহিনী'। আর তারা এ ধারণা করে যে, ইসলামের সাথে তাদের এই প্রতারণা কার্যকর হবে।

টীকা-১৩৯. 'নবী' ও 'রসূল'-এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। 'নবী' ব্যাপক অর্থে (عام) ব্যবহৃত; কিন্তু 'রসূল' বিশেষার্থে (خاص) ব্যবহৃত। কোন কোন তাফসীরকারক বলেন যে, 'রসূল' শরীয়তের প্রচলনকারী (প্রবক্তা) হন, আর 'নবী' সেটার রক্ষক হন।

শানে নুযূলঃ যখন সূরা 'ওয়ান্ নাজম' অবতীর্ণ হলো, তখন বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'মাসজিদুল হারাম'-এ তা তেলাওয়াত করলেন। আর তিনি (দঃ) আয়াতগুলোর মধ্যখানে থেমে থেমে আস্তে আস্তে সেগুলো তেলাওয়াত ফরমালেন, যাতে শ্রোতারা গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনাও করতে পারে এবং মুখস্থকারীরা মুখস্থ করারও সুযোগ পায়। যখন তিনি

وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرٰى

পাঠ করে নিয়ম মোতাবেক থামলেন, তখন শয়তান মুশরিকদের কানে সেটার সাথে 'আরো দু'টি' পদ সংযোজন করে এমনভাবে বলে দিলো, যা দ্বারা মূর্তিগুলোর প্রশংসা প্রকাশ পেয়েছিলো। জিব্রাঈল আমীন বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে উক্ত অবস্থার কথা আরয করলেন। এ'তে হুযূর দুঃখিত হলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর শান্তনার জন্য এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ করেন।

টীকা-১৪০. পয়গাম্বর যা পাঠ করেন এবং সেগুলোর সাথে শয়তানী পদ-বাক্যের সংযোজন থেকে সেগুলোকে রক্ষা করেন।

টীকা-১৪১. এবং পরীক্ষা ও যাচাইয়ের বস্তু করে দেন

لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾

অন্তরসমূহে ব্যাধি রয়েছে (১৪২) এবং যাদের হৃদয় পাষাণ (১৪৩); এবং নিশ্চয় যালিম (১৪৪) দূরের ঝগড়াটে।

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٤﴾

৫৪. এবং এ জন্য যে, জানতে পারে ঐসব লোকও, যারা জ্ঞান লাভ করেছে (১৪৫) যে, তা (১৪৬) আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে সত্য;

অতঃপর তারা যেন সেটার উপর ঈমান আনে, অতঃপর সেটার জন্য ঝুঁকে যায় তাদের অন্তরসমূহ; এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ ঈমানদারদেরকে সরল পথে পরিচালনাকারী।

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴿٥٥﴾

৫৫. এবং কাফিরগণ তাতে (১৪৭) সর্বদা সন্দেহের মধ্যে থাকবে, যতক্ষণ না তাদের উপর ক্বিয়ামত এসে পড়বে আকস্মিকভাবে (১৪৮), অথবা তাদের উপর এমন দিনের শাস্তি এসে পড়বে, যার ফল তাদের জন্য মোটেই ভাল হবে না (১৪৯)।

الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٥٦﴾

৫৬. বাদশাহী ঐ দিনে (১৫০) একমাত্র আল্লাহ্রই; তিনি তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন; সুতরাং যারা ঈমান এনেছে এবং (১৫১) সৎকর্ম করেছে, তারা শান্তির কাননসমূহে থাকবে।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٥٧﴾

৫৭. এবং যারা কুফর করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

রুকূ' – আট

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٥٨﴾

৫৮. এবং ঐসব লোক যারা আল্লাহ্র পথে আপন ঘরবাড়ী ছেড়েছে (১৫২) অতঃপর নিহত হয়েছে অথবা যারা গেছে, তবে আল্লাহ্ অবশ্যই তাদেরকে উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন (১৫৩); এবং নিশ্চয় আল্লাহ্র (প্রদত্ত) জীবিকা সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٥٩﴾

৫৯. অবশ্যই তাদেরকে এমন স্থানে নিয়ে যাবেন যাকে তারা পছন্দ করবে (১৫৪); এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ জ্ঞানবান, সহনশীল।

টীকা-১৪২. সন্দেহ ও মুনাফিকী বা কপটতার।

টীকা-১৪৩. সত্যকে গ্রহণ করে নেয়না এবং এরা হচ্ছে মুশরিক;

টীকা-১৪৪. অর্থাৎ মুশরিক ও মুনাফিকগণ

টীকা-১৪৫. আল্লাহ্র দ্বীনের এবং তাঁর আয়াতসমূহের

টীকা-১৪৬. অর্থাৎ ক্বোরআন শরীফ

টীকা-১৪৭. অর্থাৎ ক্বোরআন শরীফে অথবা দ্বীন-ইসলামে

টীকা-১৪৮. অথবা মৃত্যু, যেহেতু তাও ছোট ক্বিয়ামত,

টীকা-১৪৯. তা দ্বারা 'বদরের দিন' বুঝানো হয়েছে, যেদিন কাফিরদের জন্য আনন্দ ও আরাম বলতে কিছুই ছিলোনা। কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন যে, তা দ্বারা 'ক্বিয়ামতের দিন' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-১৫০. অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন

টীকা-১৫১. যারা

টীকা-১৫২. এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য প্রিয়জন ও আত্মীয়-স্বজনকে ছেড়ে মাতৃভূমি থেকে বের হয়েছে এবং মক্কা মুকার্‌রামাহ্ থেকে মদীনা তৈয়্যবার প্রতি হিজরত করেছে।

টীকা-১৫৩. অর্থাৎ জান্নাতের রিয্ক্, যা কখনো বন্ধ হবে ন;

টীকা-১৫৪. সেখানে তাদের প্রত্যেকটা মন-বাসনা পূরণ করা হবে এবং কোন অশোভন কথার সম্মুখীন হবেনা।

শানে নুযূলঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে তাঁর কিছু সংখ্যক সাহাবী আরয করলেন, "এয়া রাসূলাল্লাহ্! সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম! আমাদের যেসব সঙ্গী শহীদ হয়ে গেছেন, আমরা জানি যে, আল্লাহর দরবারে তাঁদের বড় মর্যাদা রয়েছে; আর আমরা জিহাদসমূহে হুযূরের (দঃ) সাথে থাকবো; কিন্তু যদি আমরা আপনার সাথে থেকে যাই এবং শাহাদত ব্যতীতই আমাদের নিকট মৃত্যু এসে যায়, তবে আখিরাতে আমাদের জন্য কি রয়েছে?" এর জবাবে এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে—— وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

টীকা-১৫৫. কোন মু'মিন যুলুমের, মুশরিক থেকে,

টীকা-১৫৬. যালিমের পক্ষ থেকে তাকে দেশ-ছাড়া করে,

৬০. কথা হচ্ছে এই– যে প্রতিশোধ গ্রহণ করে (১৫৫) যেমনি কষ্ট দেয়া হয়েছিলো, অতঃপর তার প্রতি অত্যাচার করা হয় (১৫৬), তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করবেন (১৫৭); নিশ্চয় আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল (১৫৮)।

ذٰلِكَ ۚ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهٖ ثُمَّ بُغِىَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ﴿٦٠﴾

৬১. এ জন্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা রাতকে প্রবিষ্ট করান দিনের অংশে এবং দিনকে প্রবিষ্ট করান রাতের অংশে (১৫৯); এবং এ জন্য যে, আল্লাহ্ শুনেন, দেখেন।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ﴿٦١﴾

৬২. এটা এ জন্য (১৬০) যে, আল্লাহ্ই সত্য, এবং তিনি ব্যতীত তারা যার পূজা করছে (১৬১) তা-ই অসত্য, এবং এজন্য যে, আল্লাহ্ই সমুচ্চ, মহান।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيْرُ ﴿٦٢﴾

৬৩. তুমি কি দেখোনি যে, আল্লাহ্ আসমান থেকে বারি বর্ষণ করেছেন, আর সকালে যমীন (১৬২) সবুজ-শ্যামল হয়ে গেছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পবিত্র, পরিজ্ঞাত।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۖ فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿٦٣﴾

৬৪. তাঁরই সম্পদ যা কিছু আস্মানসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু ভূ-পৃষ্ঠে রয়েছে এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ই অভাবমুক্ত, সমস্ত প্রশংসায় প্রশংসিত।

لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ ﴿٦٤﴾

রুকূ' – নয়

৬৫. তুমি কি লক্ষ্য করোনি যে, আল্লাহ্ তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন যা কিছু পৃথিবীতে রয়েছে (১৬৩) এবং নৌযানসমূহ, সেগুলো সমুদ্রে তাঁর নির্দেশে বিচরণ করে (১৬৪) এবং তিনি স্থির রেখেছেন আসমানকে, যাতে পৃথিবীর উপর আপতিত না হয়, তাঁর নির্দেশ ব্যতীত। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি বড় দয়ার্দ্র, দয়ালু (১৬৫)।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ۗ وَيُمْسِكُ السَّمَآءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿٦٥﴾

৬৬. এবং তিনিই হন, যিনি তোমাদেরকে জীবিত করেছেন (১৬৬); অতঃপর তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন (১৬৭); অতঃপর তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করবেন (১৬৮)। নিশ্চয় মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ (১৬৯)।

وَهُوَ الَّذِىْٓ اَحْيَاكُمْ ۡ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ۗ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ ﴿٦٦﴾

টীকা-১৫৭. শানে নুযূলঃ এ আয়াত মুশ্‌রিকদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে; যারা মুহররম মাসের শেষ ভাগের দিনগুলোতে মুসলমানদের উপর হামলা করে বসেছিলো। আর মুসলমানগণ মুহররম মাসের সম্মানার্থে যুদ্ধ করতে চাইলেন না; কিন্তু মুশরিকগণ তা মানলো না, (বরং) তারা যুদ্ধ আরম্ভ করে দিলো। মুসলমানগণও তাদের মুকাবিলায় অবিচল রইলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের সাহায্য করেছিলেন।

টীকা-১৫৮. অর্থাৎ মযলূমকে সাহায্য করা এজন্য যে, আল্লাহ্ যা চান তা করতে সক্ষম; এবং তাঁর কুদরতের নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টই।

টীকা-১৫৯. অর্থাৎ কখনো দিনকে বৃদ্ধি করেন, রাতকে হ্রাস করেন, আর কখনো রাতকে বৃদ্ধি করেন ও দিনকে হ্রাস করেন। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ এর উপর ক্ষমতা রাখেনা। যিনি এমনই ক্ষমতাশীল, তিনি যাকে চান সাহায্য করেন এবং যাকে চান বিজয়ী করেন।

টীকা-১৬০. অর্থাৎ এ সাহায্য এজন্যও যে,

টীকা-১৬১. অর্থাৎ বোত্ (মূর্তি)

টীকা-১৬২. তরুলতায়

টীকা-১৬৩. পশু ইত্যাদি, যেগুলোর পিঠে তোমরা আরোহণ করো। এবং যেগুলো তোমরা কাজে লাগাও।

টীকা-১৬৪. তোমাদের জন্য তা চালানোর নিমিত্ত বাতাস ও পানিকে বশীভূত করেছি।

টীকা-১৬৫. যে, তিনি তাদের জন্য কল্যাণের দ্বারসমূহ খুলে দিয়েছেন এবং বিভিন্ন ধরণের ক্ষতি থেকে তাদেরকে রক্ষা করেছেন।

টীকা-১৬৬. প্রাণহীন বীর্য থেকে সৃষ্টি করে;

টীকা-১৬৭. তোমাদের বয়োসীমা পূর্ণ হবার মুহূর্তে;

টীকা-১৬৮. পুনরুত্থানের দিন; সাওয়াব ও শাস্তির জন্য।

টীকা-১৬৯. যে, এতসব নি'মাত সত্ত্বেও তাঁর ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং প্রাণহীন সৃষ্টির পূজা করে।

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ﴿٦٧﴾

৬৭. প্রত্যেক উম্মতের জন্য (১৭০) আমি ইবাদত-পদ্ধতি তৈরী করে দিয়েছি, যাতে তারা সেটার অনুসরণ করে (১৭১); অতঃপর কখনো যেন আপনার সাথে এ ব্যাপারে বিতর্ক না করে (১৭২) এবং আপন প্রতিপালকের দিকে আহ্বান করো (১৭৩) নিশ্চয় আপনি সরল পথে প্রতিষ্ঠিত।

وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٨﴾

৬৮. এবং যদি তারা (১৭৪) আপনার সাথে বিতর্ক করে, তবে আপনি বলে দিন যে, 'আল্লাহ্ সম্যক অবহিত তোমাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে।

اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٩﴾

৬৯. আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন ক্বিয়ামতের দিন যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করছো (১৭৫)।

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧٠﴾

৭০. তুমি কি জানোনি যে, আল্লাহ্ জানেন যা কিছু আসমানসমূহ ও যমীনে রয়েছে; নিশ্চয় এসব কিছু একটি কিতাবে রয়েছে (১৭৬)। নিশ্চয় এটা (১৭৭) আল্লাহ্‌র নিকট সহজ (১৭৮)।

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿٧١﴾

৭১. এবং তারা আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কিছুর পূজা করে (১৭৯), যার কোন দলীল তিনি অবতীর্ণ করেননি, এবং এমন কিছুকেও, যেগুলো সম্বন্ধে তাদের নিজেদেরও কোন জ্ঞান নেই (১৮০); এবং যালিমদের (১৮১) কোন সাহায্যকারী নেই (১৮২)।

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٧٢﴾

৭২. এবং যখন তাদের সম্মুখে আমার সমুজ্জ্বল আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় (১৮৩), তখন আপনি তাদেরই চেহারায় অসন্তোষের লক্ষণ দেখতে পাবেন, যারা কুফর করেছে। এ কথা সন্নিকটে যে, তারা আক্রমণ করবে ঐসব লোককে, যারা আমার আয়াতসমূহ তাদের সম্মুখে পাঠ করে। আপনি বলে দিন, 'তবে কি আমি বলে দেবো যা তোমাদের এ অবস্থা থেকেও (১৮৪) মন্দতর? তা হচ্ছে আগুন! আল্লাহ্ সেটার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কাফিরদেরকে এবং কেমনই মন্দ প্রত্যাবর্তনের জায়গা!

টীকা-১৭০. ধর্মাবলম্বী ও সম্প্রদায়সমূহ থেকে

টীকা-১৭১. এবং আমলকারী হয়;

টীকা-১৭২. অর্থাৎ দ্বীনী ব্যাপারে অথবা যবেহ্‌কৃত পশুর ব্যাপারে

শানে নুযূলঃ এ আয়াত বুদায়ল ইবনে ওয়ারাক্বাহর বংশধরগণ, বিশ্‌র ইবনে সুফিয়ান এবং ইয়াযিদ ইব্‌নে খুনায়সের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। এসব লোক রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদেরকে বলেছিলো, "কি ব্যাপার! যেই পশুকে তোমরা নিজেরা হত্যা করো সেটা তো আহার করো, আর যেটাকে আল্লাহ্ মারেন সেটা খাও না?" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-১৭৩. এবং মানুষকে তাঁর উপর ঈমান আনার, তাঁর দ্বীনকে গ্রহণ করার এবং তাঁর ইবাদতে মশগুল হবার প্রতি আহ্বান করো।

টীকা-১৭৪. আপনার মতো প্রদান করা সত্ত্বেও

টীকা-১৭৫. এবং তোমাদের সামনে প্রকৃত অবস্থা সুস্পষ্ট হয়ে যাবে।

টীকা-১৭৬. অর্থাৎ 'লওহ্-ই-মাহ্‌ফূয'-এ।

টীকা-১৭৭. অর্থাৎ সেসব কিছুর জ্ঞান অথবা সমস্ত ঘটনা 'লওহ্-ই-মাহ্‌ফূয'-এ লিপিবদ্ধ করা

টীকা-১৭৮. এরপর কাফিরদের মূর্খতাগুলোর বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা এমন সবের ইবাদত করে, যেগুলো ইবাদতের উপযোগী নয়।

টীকা-১৭৯. অর্থাৎ মূর্তিগুলোকে,

টীকা-১৮০. অর্থাৎ তাদের নিকট তাদের ঐ কাজের না কোন যুক্তিগত দলীল আছে, না উদ্ধৃতিগত। নিছক মূর্খতা ও অজ্ঞতার কারণে পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়ে আছে এবং যেগুলো কোন মতেই পূজা করার যোগ্যতা রাখেনা সেগুলোর পূজা করছে। এটা জঘন্যতম যুলুম।

টীকা-১৮১. অর্থাৎ মুশরিকদের

টীকা-১৮২. যারা তাদেরকে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে বাঁচাতে পারে।

টীকা-১৮৩. এবং ক্বোরআন করীম তাদেরকে শুনানো হয়, যাতে রয়েছে বিধি-বিধানের বিবরণ এবং হালাল ও হারামের বিস্তারিত বর্ণনা,

টীকা-১৮৪. অর্থাৎ তোমাদের এই ক্রোধ ও অসন্তোষ অপেক্ষাও, যা ক্বোরআন পাক শ্রবণ করার পর তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়

টীকা-১৮৫. এবং তাতে খুব গভীরভাবে চিন্তা করো, ঐ উপমা এ যে, তোমাদের মূর্তিগুলো হচ্ছে-

টীকা-১৮৬. সেগুলোর অক্ষমতা ও শক্তিহীনতার এমন অবস্থা যে, সেগুলো অতি ক্ষুদ্র বস্তু

টীকা-১৮৭. সুতরাং বিবেকবানের জন্য কবে শোভা পাবে যে, এমনসব বস্তুকে উপাস্য স্থির করবে? এমন কিছুর পূজা করা এবং ইলাহ্ স্থির করা কেমনই চূড়ান্ত পর্যায়ের মূর্খতা!

টীকা-১৮৮. ঐ মধু ও যা'ফরান ইত্যাদি, যা মুশরিকগণ মূর্তিগুলোর মুখে ও মাথার উপর মালিশ করে, যেগুলোর উপর মাছি ভনভন করে,

টীকা-১৮৯. এমন সবকে খোদা বানানো এবং উপাস্য স্থির করা কতই আশ্চর্যজনক ও বিবেক-অগ্রাহ্য ব্যাপার!

রুকূ' - দশ

৭৩. হে মানবকুল! একটা উপমা দেয়া হচ্ছে, সেটা কান লাগিয়ে শুনো (১৮৫)ঃ ঐগুলো, যেগুলোর, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত পূজা করছো (১৮৬), একটা মাছিও সৃষ্টি করতে পারবেনা যদিও তারা সবাই এ উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়ে যায় (১৮৭); এবং যদি মাছি তাদের নিকট থেকে কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় (১৮৮) তবে তাও সেটার নিকট থেকে উদ্ধার করতে পারবে না (১৮৯)। কতই দুর্বল প্রার্থনাকারী এবং সেও, যার নিকট প্রার্থনা করেছে (১৯০)!

يَاأَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ۝

৭৪. তারা আল্লাহ্‌র মর্যাদা উপলব্ধি করেনি যেমন করা উচিত ছিলো (১৯১)। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী।

مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝

৭৫. আল্লাহ্ মনোনীত করে নেন ফিরিশ্‌তাদের মধ্য থেকে রসূল (১৯২) এবং মানুষের মধ্য থেকেও (১৯৩)। নিশ্চয় আল্লাহ্ শুনেন, দেখেন।

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝

৭৬. তিনি জানেন যা তাদের সম্মুখে রয়েছে এবং যা কিছু তাদের পেছনে রয়েছে (১৯৪); এবং সমস্ত কাজের প্রত্যাবর্তন আল্লাহ্‌রই দিকে।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝

৭৭. হে ঈমানদারগণ! রুকূ' ও সাজদা করো (১৯৫) এবং আপন প্রতিপালকের বন্দেগী করো (১৯৬) এবং সৎকর্ম করো (১৯৭) এ আশায় যে, তোমরা সাফল্য লাভ করবে।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ سجدة

টীকা-১৯০. 'প্রার্থনাকারী' দ্বারা 'মূর্তিপূজারী' আর 'যার নিকট প্রার্থনা করা হয়' দ্বারা 'মূর্তি' বুঝানো হয়েছে। অথবা 'প্রার্থনা বা অন্বেষণকারী' দ্বারা 'মাছি' বুঝানো হয়েছে, যা মূর্তিগুলোর উপর থেকে মধু ও যা'ফরান অন্বেষণ করে, আর 'যা অন্বেষণ করা হয়' দ্বারা 'বোত্' বুঝায়। কেউ কেউ বলেন, 'অন্বেষণকারী' দ্বারা 'মূর্তি' বুঝানো হয় এবং 'যার নিকট প্রার্থনা করা হয়' দ্বারা 'মাছি' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-১৯১. এবং তাঁর মহত্ব বুঝেনি। যারা এমন সবকে খোদার শরীক স্থির করেছে, যেগুলো মাছি অপেক্ষাও দুর্বলতর। মা'বুদ হন তিনিই, যিনি পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা রাখেন।

টীকা-১৯২. যেমন-জিব্রাঈল ও মীকাঈল প্রমুখ

টীকা-১৯৩. যেমন- হযরত ইব্রাহীম, হযরত মূসা, হযরত ঈসা (আলায়হিমুস সালাম) এবং হযরত বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত ঐসব কাফিরের খণ্ডনে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা 'বশর' (মানুষ) রসূল হবার বিষয়কে অস্বীকার করেছে। আর বলেছে যে, 'বশর' (মানুষ) কিভাবে রসূল হতে পারে?' এর জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। আর এরশাদ ফরমান যে, আল্লাহ্ মালিক, যাকে চান আপন রসূল বানান। তিনি মানুষ থেকেও রসূল বানান, ফিরিশ্‌তাকুল থেকেও যাকে ইচ্ছা করেন।

টীকা-১৯৪. অর্থাৎ পার্থিব বিষয়াদিও এবং পরকালীন বিষয়াদিও। অথবা তাদের বিগত দিনগুলোর কর্মসমূহও এবং ভবিষ্যতের অবস্থাদিও।

টীকা-১৯৫. নিজেদের নামাযসমূহে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে নামায রুকূ' ও সাজদা ব্যতীতই ছিলো, অতঃপর নামাযে রুকূ' ও সাজদার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

টীকা-১৯৬. অর্থাৎ রুকূ' ও সাজদা যেন খাস্ আল্লাহ্‌র জন্যই হয়। আর ইবাদতের মধ্যে নিষ্ঠা অবলম্বন করো।

টীকা-১৯৭. আত্মীয়তা বজায় রাখা, উন্নত চরিত্র ইত্যাদি সৎকর্মসমূহ

وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ۭ هُوَ اجْتَبٰىكُمْ
وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ۭ
مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ۭ هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ڏ
مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ
شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَاۗءَ عَلَي النَّاسِ ښ
فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا
بِاللّٰهِ ۭ هُوَ مَوْلٰىكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ۧ

৭৮. এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করো যেভাবে জিহাদ করা উচিত (১৯৮)। তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন (১৯৯) এবং তোমাদের উপর দ্বীনের ব্যাপারে কোন সংকীর্ণতা রাখেন নি (২০০); তোমাদের পিতা ইব্রাহীম-এর দ্বীন (২০১); আল্লাহ্ তোমাদের নাম 'মুসলমান' রেখেছেন, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে এবং এ ক্বোরআনে, যাতে রসূল তোমাদের রক্ষক ও সাক্ষী হন (২০২) এবং তোমরা অন্যান্য লোকদের উপর সাক্ষ্য দাও (২০৩)। সুতরাং নামায কায়েম রাখো (২০৪), যাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহ্‌র রজ্জুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো (২০৫)। তিনি তোমাদের অভিভাবক; অতএব, কতই উত্তম অভিভাবক এবং কতই উত্তম সাহায্যকারী! ★

টীকা-১৯৮. অর্থাৎ সত্য ও নিষ্ঠাপূর্ণ উদ্দেশ্য সহকারে আল্লাহ্‌র দ্বীনের গৌরবকে উন্নত রাখার নিমিত্ত।

টীকা-১৯৯. আপন দ্বীন ও ইবাদতের জন্য

টীকা-২০০. বরং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলোতে তোমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন। যেমন, সফরে নামাযের 'ক্বস্‌র' (চার রাক্‌আতের স্থলে দু'রাক্'আত পড়ার বিধান), রোজা ভঙ্গ করার অনুমতি দান। পানি না পাওয়া কিংবা পানি ব্যবহারে ক্ষতি হবার আশংকাপূর্ণ অবস্থায় গোসল ও ওযূর পরিবর্তে 'তায়াম্মুম'। সুতরাং তোমরা দ্বীনের অনুসরণ করো।

টীকা-২০১. যারা দ্বীন-ই-মুহাম্মদীর (দঃ) মধ্যে দাখিল হয়েছে;

টীকা-২০২. ক্বিয়ামত-দিবসে যে, তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র পয়গাম পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।

টীকা-২০৩. যে, তাদের নিকট ঐ রসূলগণ খোদার বিধি-নিষেধ পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে এই সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন।

টীকা-২০৪. এটা সর্বদা নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করো,

টীকা-২০৫. এবং তাঁর দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো। ★

****

★ 'সূরা হাজ্জ' সমাপ্ত।

★ সপ্তদশ পারা সমাপ্ত।